POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○ (سورة البقرة:187)

‘ এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল) ‘আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমর উপর ঈমান আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।’

(আল-বাকারা: ১৮৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

সংখ্যা 21

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 24 শে মে, 2018 8 রমযান 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যবৃন্দ হুযূর আনোয়ারের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং তাঁর যাবতীয় মহান উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের ‘আমাদের শিক্ষা ’ অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

নবী করীম (সা.)-এর যুগ ছাড়া অন্য কোন সময়ে, সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী করিতে ও উহার সবগুলিই স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হইতে এবং উহার পূর্ণতার সহস্র সহস্র সাক্ষী বিদ্যমান থাকিতে কি কেহ কখনও দেখিয়াছে?

‘কিশতিয়ে নূহ’ পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমার এইরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই, যাহা পূর্ণ হয় নাই বা উহার দুই অংশের এক অংশ পূর্ণ হয় নাই। কেহ যদি অনুসন্ধান করিতে করিতে মৃত্যুও বরণ করে, তথাপি আমার মুখ নিঃসৃত এইরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজিয়া পাইবে না, যাহার সম্বন্ধে সে বলিতে পারিবে যে, উহা অপূর্ণ রহিয়াছে, নির্লজ্জতা বা অজ্ঞতাবশতঃ যে যাহা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে, আমার এইরূপ সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী আছে যা অতি সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ যাহার সাক্ষী আছে। সেইগুলির দৃষ্টান্ত যদি অতীতের নবীগণের মধ্যে অনুসরণ করা হয়, তাহা হইলে আঁ-হযরত (সা.) ব্যতীত অন্য কোথায়ও ইহার তুলনা মিলিবে না। আমার বিরুদ্ধবাদীগণ যদি এই পন্থায় (অর্থাৎ পূর্বকালের নবীগণের সঙ্গে তুলনা দ্বারা) মীমাংসা করিত, তাহা হইলে বহু আগেই তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যাইত। আমি তাহাদিগকে এই বিরাট পুরস্কার দিতে প্রস্তুত ছিলাম যদি তাহারা দুনিয়াতে এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের কোন তুলনা উপস্থিত করিতে পারিত। শুধু দুষ্টামি বা অজ্ঞতাবশতঃ যাহারা বলে যে, অমুক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই, তাহাদের এই উক্তিকে আমি তাহাদের চিত্তের ‘অপবিত্রতা এবং সন্দিগ্ধতা’-র প্রতি আরোপ করা ছাড়া আর কি বলিতে পারি? এই তথ্যানুসন্ধান সম্বন্ধে তাহারা যদি কোন সভায় আলোচনা করিত তাহা হইলে তাহাদিগকে নিজেদের উক্তি হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইত অথবা তাহারা নির্লজ্জ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হওয়া এবং উহার সহস্র সহস্র সাক্ষী বিদ্যমান থাকা কোন সামান্য বিষয় নহে; ইহা যেন মহা মহিমান্বিত খোদাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া। নবী করীম (সা.)-এর যুগ ছাড়া অন্য কোন সময়ে, সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী করিতে ও উহার সবগুলিই স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হইতে এবং উহার পূর্ণতার সহস্র সহস্র সাক্ষী বিদ্যমান থাকিতে কি কেহ কখনও দেখিয়াছে? আমি নিশ্চিত জানি যে, বর্তমান যুগে খোদা তা’লা যেইরূপ নিকটবর্তী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন এবং শত শত গায়েবের বিষয় আপন দাসের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন, অতীতের কোন যামানায় তাহার তুলনা অতি অল্পই পাওয়া যাইবে। শীঘ্রই মানুষ দেখিতে পাইবে যে, এই যুগে খোদা তা’লার চেহারা এইরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যেন তিনি আকাশ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ তিনি আপন অস্তিত্ব লুক্কায়িত রাখিয়াছেন; তাঁহাকে অস্বীকার করা হইয়াছে এবং তিনি নীরব রহিয়াছেন; কিন্তু এখন তিনি লুক্কায়িত থাকিবেন না। জগদ্বাসী এখন তাঁহার এইরূপ নমুনা দেখিবে যাহা তাহাদের পিতা-পিতামহগণ কখনও দেখেন নাই। ইহা এই জন্য হইবে যে, জগৎ এখন কলুষিত হইয়া গিয়াছে, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার উপর মানুষের বিশ্বাস নাই। ঠোঁট দিয়া তাঁহার নাম উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু হৃদয় তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছে তাই খোদা তা’লা বলিয়াছেন যে, ‘আমি এখন নতুন আকাশ ও নূতন জগৎ সৃষ্টি করিব।’ ইহার অর্থ এই যে, জগতের মৃত্যু ঘটিয়াছে অর্থাৎ জগদ্বাসীর হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে, যেন মরিয়া গিয়াছে। কেননা খোদার চেহারা তাহাদের (চক্ষুর) অন্তরালে হইয়া গিয়াছে এবং অতীতের সমুদয় ঐশী নিদর্শন কেস্‌সা কাহিনীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাই খোদা নূতন জগত ও নূতন আকাশ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সেই নূতন আকাশ ও নূতন জগত কি? নূতন জগৎ সেই পবিত্র হৃদয় যাহা খোদা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা খোদা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহার দ্বারা খোদা প্রকাশিত হইবেন। এবং নূতন আকাশ সেই সকল নিদর্শন যাহা তাঁহার দাসের হস্তে তাঁহারই আদেশে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু আফসোস, জগদ্বাসী খোদার এই নব জ্যোতির্বিকাশের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছে। তাহাদের হাতে কেসসা কাহিনী ভিন্ন কিছুই নাই। তাহাদের নিজেদের কল্পনাই তাহাদের খোদা হইয়াছে। তাহাদের হৃদয় বক্র ও সাহস দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং চোখে পর্দা পড়িয়াছে। অন্যান্য জাতি তো প্রকৃত খোদাকেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। আর যাহারা মনুষ্য সন্তানকে খোদা বানাইয়া লইয়াছে, তাহাদের কথা কি বলিব? স্বয়ং মুসলমানদের অবস্থা দেখ, তাহারা খোদা হইতে কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছে! তাহারা সত্যের ঘোর শত্রু এবং প্রাণের শত্রুর ন্যায় সৎপথের বিরোধী। যথাঃ ‘নাদওয়াতুল-ওলামা’ , যাহারা ইসলামের সহায়তার যতকিছু দাবি করে, এবং ‘লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম’ যাহারা ইসলামের নামে মুসলমানদের নিকট হইতে টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছে, তাহারা কি ইসলামের হিতাকাঙ্খী? এই সকল লোকেরা কি সিরাতে মুস্তাকীমের সাহায্য করিতেছে? তাহাদের কি ইহা স্মরণে আছে যে, ইসলাম কিরূপ বিপদের চাপে নিষ্পেষিত এবং ইহাকে পুনর্জীবিত করিতে খোদা তা’লার রীতি কি? আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, আমি যদি না আসিতাম, তাহা হইলে তাহাদের ইসলামের সহায়তার দাবী কতকটা গ্রহণযোগ্য হইত। কিন্তু এখন এই সকল লোক খোদার নিকট অপরাধী। কেননা, সহায়তার দাবি করিয়াও, যখন আকাশে এক নক্ষত্রের উদয় হইল, তখন তাহারাই সর্বাগ্রে অস্বীকারকারী হইল। এখন সেই খোদার নিকট তাহারা কি জবাব দিবে, যিনি ঠিক নির্ধারিত সময়ে আমাকে পাঠাইয়াছেন? কিন্তু তাহাদের তো কোন পরওয়াই নাই। সূর্য মধ্যাকাশের সন্নিকট কিন্তু তাহাদের নিকট এখনও রাত্রি।

খোদার উৎস উৎসারিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা মরুভূমিতে ক্রন্দন করিতেছে। তাঁহার আসমানী জ্ঞানের এক স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু তাহাদের কোনই খবর নাই। তাঁহার নিদর্শন প্রকাশিত হইতছে কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কেবল উদাসীনই নহে বরং খোদার সিলসিলার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। অতএব ইহাই কি তাহাদের ইসলামের সহায়তা, ইসলামের প্রচার ও ইসলামী তালীম যাহা তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে? কিন্তু তাহারা কি নিজেদের বৈরিতার দ্বারা খোদা তা’লার সত্যিকারের ইচ্ছাকে রোধ করিতে পারিবে যে সম্বন্ধে সমস্ত নবীগণ আদিকাল হইতে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছেন? কখনই নহে। বরং খোদা তা’লার এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই সত্য প্রমাণিত হইবেঃ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ অর্থাৎ আল্লাহ লিখিয়া রাখিয়াছেন যে,‘আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হইব”। (সূরা মুজাদালা: আয়াত:

এরপর সাতের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্টাংশ)

এক অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: আজকের ভাষণ অত্যন্ত প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল। এই প্রথম আমি কোন মুসলমান নেতার ভাষণ শোনার সুযোগ পেলাম। হুযুরের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর মতামত ব্যক্ত করা অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক ছিল। এই ভাষণটি ছিল অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ এবং সুন্দর ছিল। ভাষণ শুনে আমার খুব ভাল লেগেছে।

এক অতিথি বলেন: আমি আশা করি, আজকের ভাষণ শোনার পর মুসলমানদের সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসবে। ইসলাম সম্পর্কে ভালভাবে জানার উদ্দেশ্য আমি একটি কুরআন চেয়ে পাঠিয়েছি, যাতে সংক্ষিপ্ত টিকাও রয়েছে। আজ সন্ধ্যের পর আমার নিজের অজ্ঞানতা সম্পর্কে বোধোদয় হয়েছে।

এক অতিথি বলেন: আমি হুযুরকে একজন অত্যন্ত সহানুভুতিশীল ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি। তিনি নিজেকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। আমি লক্ষ্য করেছি যে, তিনি অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যও মন দিয়ে শোনেন। এছাড়াও তিনি তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ প্রসঙ্গে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে বক্তব্য রেখেছেন যা শুনে আমি একটু ঘাবড়েও গিয়েছিলাম কিন্তু তাঁর ভাষণ শুনে পরে আন্তরিক প্রশান্তিও লাভ করেছি।

আরেক অতিথি বলেন: হুযুর যে দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করেছেন তা অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক এবং প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল।

এক অতিথি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: যে কোন অনুষ্ঠানের একটি উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। আজকের অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল। আজ ইসলামের নামে সন্ত্রাস হচ্ছে। এই কারণে আমাদের প্রয়োজন হুযুর আনোয়ার এবং তাঁর মত আরও অনেক মানুষের যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বর্ণনা করে থাকেন। এই অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে সকলের জানা আবশ্যক।

এক অতিথি বলেন: আজকের অনুষ্ঠান আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার মতে এই বিশ্বজোড়া সংকটের সময় আমাদের এমন মানুষের প্রয়োজন যাদের ধর্মীয় শিক্ষা সবার জন্য শান্তি, ভালবাসা এবং পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। ডেনমার্কে ইসলাম সম্পর্কে এই ধারণা সার্বজনীন নয়। কিন্তু আমি জানি যে, আমার জন্য এটিই প্রকৃত ইসলাম আর আমি এও জানি যে, যদি সকলে জেনে যায় যে, এটিই প্রকৃত ইসলাম, তবে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। আমি আজকে হুযুরের বক্তব্য শুনে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়েছি।

এক ডেনিশ অতিথি বলেন: আমার মতে হুযুরের ভাষণ অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক এবং আকর্ষণীয় ছিল। আমি হুযুরের দৃষ্টিতে এক ইতিবাচক চিন্তাধারা নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীকে বোঝার সুযোগ পেয়েছি। আমি তাঁর কথা শুনে অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছি এবং আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেছি।

মিশরের এক প্রফেসর এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনে তিনি বলেন: হুযুর আনোয়ার যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা আমার জন্য নতুন কিছু নয়। আমি নিজেও মুসলমান। কিন্তু উপস্থাপনের জন্য তিনি যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা জীবনে আমার জন্য প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল। আমাদের উলেমা ও নেতৃবর্গরাও যদি এই পন্থায় এই কথাগুলি বুঝত এবং উপস্থাপন করত তবে আজ আমাদের এই অবস্থা হত না।

ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর নিজের চিন্তাধারা ব্যক্ত করে বলেন: আমি প্রথমে যে কথাগুলি শুনেছিলাম সেগুলি আমার খুবই ভাল লেগেছে। এরপর আমার ধারণা হল যে, খলীফা হয়তো আমাদেরকে খুশি করার জন্য নিজের পক্ষ থেকে ভাল ভাল কথা বলছেন। কিন্তু খলীফা যখন ডেনিশ ব্যঙ্গচিত্র প্রসঙ্গে কথা বললেন, তখন আমি অনুভব করলাম যে, এই কথাটি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর বিষয়টি গাম্ভীর্যপূর্ণ। ডেনিশরা অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে বিষয়টিকে দেখে। কেউ এর বিরুদ্ধে কথা বললে তারা অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু খলীফা যখন নিজের কথাটি সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরলেন, তখন তিনি এই কথাও তুলে ধরলেন আর কেউ অসন্তুষ্টও হল না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাকে প্রভাবিত করেছে তা হল, খলীফা নিজের ভাষণে ন্যায় বিচার ও সাম্যের উল্লেখ করেছেন আর অন্যদের প্রতিও ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। তিনি নিজের ভাষণেও ন্যায় বিচারের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। একদিকে তিনি যেমন পাশ্চাত্যের দেশগুলির দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন, অপরদিকে মুসলমানদের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এমনটি একজন আধ্যাত্মিক নেতার পক্ষেই করা সম্ভব।

চার্চের এক মহিলা প্রতিনিধি বলেন: খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি। তাঁকে যখন বলা হল যে, খলীফা মহিলাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা করার সময় তাদের সঙ্গে করমর্দন করেন না, তখন এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন: খলীফাতুল মসীহ্‌র সত্তা অত্যন্ত পবিত্র ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। আমি দুর্বল এবং পাপী। আমার মত দুর্বল ব্যক্তির হাত এমন আধ্যাত্মিক সত্তাকে স্পর্শ করবে, এমনটি আমি কল্পনাও করতে পারি না।

সওয়া আটটার সময় এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

একটি রেডিও প্রতিনিধির সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার

ডেনমার্কের রেডিও চ্যানেল Radio 24 SYV এর প্রতিনিধি সাংবাদিক রিশি রশীদ সাহেবা হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

* সাংবাদিকের প্রথম প্রশ্ন: আপনারা নিজেদেরকে আহমদী জামাত কেন বলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইসলামের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমান ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে যাবে এবং ইসলামের কেবল নামটুকুই অবশিষ্ট থাকবে। কুরআন করীম নিজের প্রকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে ঠিকই, কিন্তু এর উপর আমল হবে না এবং কুরআন করীমের অপব্যাখ্যা করা হবে। যখন এমন যুগ আপতিত হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের পথ-প্রদর্শনের জন্য মসীহ ও মাহদীকে আবির্ভুত করবেন। আমাদের বিশ্বাস, এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইসলামের পুনর্জীবনের জন্য যে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমণ নির্ধারিত ছিল, তিনি এসে গেছেন এবং আঁ হযরত (সা.) মসীহ ও মাহদীর আগমণের যে সমস্ত নিদর্শনাবলী বলেছিলেন সেগুলি সব পূর্ণ হয়েছে।

অপরাপর মুসলমানরা বলে যে, মসীহ ও মাহদী ভিন্ন ভিন্ন সত্তা। মসীহ আকাশে বসে আছেন আর শেষ যুগে আসবেন। আর মাহদী এখনও আবির্ভূত হন নি। অপর দিকে আমরা বলি যে, মসীহ ও মাহদী এক ও অভিন্ন সত্তা এবং আঁ-হযরত (সা.) আগমণকারী মসীহ ও মাহদীকে এক ও অভিন্ন সত্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

আমরা বলি যে, পৃথিবীতে আগমণকারী ব্যক্তি হাজার হাজার বছর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাভাবিক আয়ু পেয়ে মৃত্যু বরণ করে। আমরা বলি, যদি এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকার অধিকার কারো ছিল তবে তা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর ছিল। আমরা বলি, হযরত ঈসা মৃত্যু বরণ করেছেন এবং যে মসীহর আগমণ নির্ধারিত ছিল তিনি তাঁর 'মসীল' বা সদৃশ হয়ে আসতেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটিও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আগমণকারী মসীহ ও মাহদী এসে নিজের এক জামাত গঠন করবেন। আঁ-হযরত (সা.) এও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইহুদীরা বিভিন্ন ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, অনুরূপে ইসলামেও বিভিন্ন ফির্কার উদ্ভব হবে। আর এর মধ্যেই কেবল একটিই ফির্কা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করবে আর সেটি একটি জামাত হবে। এই কারণেই আমরা নিজেদেরকে জামাতে আহমদীয়া বলে পরিচয় দিয়ে থাকি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: আমরা যখন এখানে কোন অনুষ্ঠানে শিয়া ও সুন্নী ইমাম ও স্কলারদেরকে আহ্বান করি এবং বলি যে, এই অনুষ্ঠানে জামাত আহমদীয়ার প্রতিনিধিকেও আহ্বান করতে চাই, তখন তারা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এরা আপনাদেরকে নিজেদের মত মুসলমান হিসেবে গণ্য করে না।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তোমাদের মধ্যে ততদিন নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। এরপর তিনি তা উঠিয়ে নিবেন এবং নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর ঐশী তকদীর অনুযায়ী অন্যায়-অত্যাচারে রাজত্ব কায়েম হবে। (আর এই যুগ ৩০০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে) এরপর আরও পূর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচারের সাম্রাজ্যের সূচনা হবে। (আর এই অন্ধকারের যুগ এক হাজার বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে) অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার করুণা উদ্বেলিত হবে এবং পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল।

জুমআর খুতবা

এই তিনটি বিষয় হলো- তবলীগ করা, সৎকর্ম করা এবং আনুগত্য ও এতায়াতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই ঘোষণা করা যে, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সব নির্দেশ পালনকারী বা পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট।

এই বিষয়গুলোর প্রথমটি একজন মু'মিনকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং জগতকে তা শেখানোর জ্ঞানে জ্ঞানী করে তুলে। যা এটি শিখায় যে, জগদ্বাসীকে তুমি বল খোদার প্রাপ্য অধিকার কী আর কীভাবে তুমি সেই অধিকার প্রদান করবে? এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, অন্যদের বলে দাও, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কী অধিকার নির্ধারণ করেছেন আর কীভাবে তা প্রদান করতে হবে? অন্যদের বলার প্রতি মনোযোগ তখনই আকৃষ্ট হতে পারে যখন অন্যদের জন্য হৃদয়ে এক বেদনা থাকবে, তাদেরকে শয়তানের থাবা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা করার জন্য এক ধরনের ব্যাকুলতা ও মনোযোগ থাকবে।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো– আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সৎকর্ম কর অর্থাৎ খোদা এবং তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি শুধু মনোযোগই দিবে না বরং এ ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্ত হয়ে অন্যদের জন্য আদর্শ স্থাপন কর। নতুবা তোমাদের ধর্মীয় জ্ঞানও অর্থহীন আর খোদার দিকে আহ্বানের লক্ষ্যে কৃত কর্মও ঐশী কল্যাণরাজি এবং উত্তম ফলাফল থেকে বঞ্চিত থাকবে, যদি এ ক্ষেত্রে নিজের আমল না থাকে।

তৃতীয় যে বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, সত্যিকার মু'মিনের এই ঘোষণা করা উচিত যে, আমি পূর্ণ আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ খোদা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করছি আর শুধু বিশ্বাসই স্থাপন করছি না বরং সেগুলোকে স্বীয় জীবনের অংশ করে নিচ্ছি। ধর্মকে আমি জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিই এবং দিতে থাকব। খলীফায়ে ওয়াক্ত এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যও এর অধীনে এসে যায়।

অনুরূপভাবে সৎকর্ম বা নেককর্ম ও তাকওয়ার প্রকৃত মানও তখন অর্জন হয় যখন আনুগত্য ও এতায়াতের মান উন্নত হবে। অনেক সময় বাহ্যত কোন কোন পুণ্যবান বা ধর্মের সেবক এমন হয়ে থাকে যাদের পরিণাম শুভ মনে হয় না।

আমাদের তবলীগ তখন সফল হবে, আমাদের পুণ্য তখনই সৎকর্ম গণ্য হবে যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পর খিলাফত ব্যবস্থারও পূর্ণ আনুগত্য করব। খিলাফত ব্যবস্থার অধীনে যে নেযাম বা ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার সাথেও সহযোগিতা করব। আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টা তখনই কল্যাণমণ্ডিত হবে যখন জামা'তের প্রত্যেক সদস্য, পদধারী, কর্মচারী এবং মুরব্বীও ব্যবস্থাপনাকে বুঝবে এবং পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবে।

অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে এবং করে চলেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বহু এলহামের মাধ্যমে শুভসংবাদও দিয়েছেন।

এখন আমরা দেখি যে, এম.টি.এ-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পৃথিবীতে বাণী প্রচার করছেন।

এটি খোদারই কাজ এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি আর এসবই পূর্ণতা পাবে ইনশাআল্লাহ্। এতে আমাদের বা কোন মানবীয় প্রচেষ্টার বাহাদুরি নেই, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সর্বোত্তম মু'মিনের পরিচয় হলো সে তবলীগ করবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই কাজে অংশীদার করতে চান, যা তিনি নিজেই করছেন এবং করার সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। খোদা তা'লা আমাদেরকে নিছক পুণ্যের ভাগী করতে চান। অতএব সব আহমদীরএ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

জামাত আহমদীয়া স্পেনের সদস্যদেরকে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ দিতে বিশেষ উপদেশ এবং এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী।

তবলীগ এবং দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী নিয়ে আলোচনা

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক স্পেনের পেড্রোবাদের বাশারত মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২০ শে এপ্রিল, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২০ শাহাদত , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (সূরা হা-মীম আস্ সিজ্‌দা: ৩৪) এই আয়াতের অনুবাদ হলো- আর কথা বলার ক্ষেত্রে সে ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কে হতে পারে যে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে এবং নিজে সৎকর্ম করে আর একই সাথে বলে নিশ্চয় আমি পূর্ণ আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াত একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত আর সেই সকল বৈশিষ্ট্য সম্বলিত যা এক মু'মিনের বিশেষত্ব হওয়া উচিত। একজন প্রকৃত মুসলমানের চেয়ে বেশি কে এই কাজগুলো করতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা এখানে যে তিনটি বিশেষত্বের উল্লেখ করেছেন তা যদি কারো মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে তার জীবনে বিপ্লব সাধিত হতে পারে। আর কেবল তার নিজের জীবনেই বিপ্লব সাধিত হবে না বরং এমন ব্যক্তি সমাজেও বিপ্লব আনয়নকারী হতে পারে। এই তিনটি বিষয় হলো- তবলীগ করা, সৎকর্ম করা এবং আনুগত্য ও এতায়াতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই ঘোষণা করা যে, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সব নির্দেশ পালনকারী বা পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট।

এই বিষয়গুলোর প্রথমটি একজন মু'মিনকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং জগতকে তা শেখানোর জ্ঞানে জ্ঞানী করে তুলে। যা এটি শিখায় যে, জগদ্বাসীকে তুমি বল খোদার প্রাপ্য অধিকার কী আর কীভাবে তুমি সেই অধিকার প্রদান করবে? এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, অন্যদের বলে দাও, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কী অধিকার নির্ধারণ করেছেন আর কীভাবে তা প্রদান করতে হবে? অন্যদের বলার প্রতি মনোযোগ তখনই আকৃষ্ট হতে পারে যখন অন্যদের জন্য হৃদয়ে এক বেদনা থাকবে, তাদেরকে শয়তানের থাবা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা করার জন্য এক ধরনের ব্যাকুলতা ও মনোযোগ থাকবে। রহমান খোদার বান্দাদের দল বড় করার জন্য এক একাগ্রতা ও ব্যাকুলতা থাকবে এবং যার মাঝে এই বিশেষত্ব সৃষ্টি হবে বা খোদার কাছে আনার জন্য এক আগ্রহ, উৎসাহ আর উদ্দীপনা থাকবে, বিশেষ করে এমন

পরিস্থিতিতে যখন শয়তানী ষড়যন্ত্র এবং খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপকরণ চরম রূপ ধারণ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে খোদার ভয়ে ভীত এবং খোদার নৈকট্যের সন্ধানী-ই এই চেষ্টা ও সংগ্রাম করতে পারে।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো– আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সৎকর্ম কর অর্থাৎ খোদা এবং তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি শুধু মনোযোগই দিবে না বরং এ ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্ত হয়ে অন্যদের জন্য আদর্শ স্থাপন কর। নতুবা তোমাদের ধর্মীয় জ্ঞানও অর্থহীন আর খোদার দিকে আহ্বানের লক্ষ্যে কৃত কর্মও ঐশী কল্যাণরাজি এবং উত্তম ফলাফল থেকে বঞ্চিত থাকবে, যদি এ ক্ষেত্রে নিজের আমল না থাকে। পরিস্থিতি যদি এটিই হয় তাহলে তবলীগ–সংক্রান্ত সব চেষ্টা বৃথা আর খোদার সন্তুষ্টিও অর্জিত হবে না।

এরপর তৃতীয় যে বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, সত্যিকার মু'মিনের এই ঘোষণা করা উচিত যে, আমি পূর্ণ আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ খোদা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করছি আর শুধু বিশ্বাসই স্থাপন করছি না বরং সেগুলোকে স্বীয় জীবনের অংশ করে নিচ্ছি। ধর্মকে আমি জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিই এবং দিতে থাকব। খলীফায়ে ওয়াক্ত এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যও এর অধীনে এসে যায়। আমি অনেক তবলীগ করছি, আমার অনেক জ্ঞান আছে (কাজেই) আমি কোন ব্যবস্থাপনার মুখাপেক্ষি নই- এমন কথা বলা খোদার কাছে পছন্দনীয় নয়। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন আর তা তিনি করেছেন। অতএব এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তবলীগ করা খুব ভালো কাজ, কিন্তু একই সাথে এই ঘোষণাও একান্ত আবশ্যক যে, إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আনুগত্যের পূর্ণমান প্রতিষ্ঠিত রেখে আমি আনুগত্যের ঘোষণাও দিচ্ছি।

অনুরূপভাবে সৎকর্ম বা নেককর্ম ও তাকওয়ার প্রকৃত মানও তখন অর্জন হয় যখন আনুগত্য ও এতায়াতের মান উন্নত হবে। অনেক সময় বাহ্যত কোন কোন পুণ্যবান বা ধর্মের সেবক এমন হয়ে থাকে যাদের পরিণাম শুভ মনে হয় না।

তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এক মু'মিন এবং সবচেয়ে উন্নত কথা যে বলে তারও উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপনকারীর সত্যিকার মান তখন অর্জন হবে এবং ফলপ্রদ হবে যখন সে একই সাথে এই ঘোষণাও দেয় যে, আমি আনুগত্য করছি, আমি খোদার সৃষ্ট ব্যবস্থাপনার পূর্ণ আনুগত্য করছি। আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের জন্য এই মান অর্থাৎ পূর্ণ আনুগত্যের মান তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, আমাদের তবলীগ তখন সফল হবে, আমাদের পুণ্য তখনই সৎকর্ম গণ্য হবে যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পর খিলাফত ব্যবস্থারও পূর্ণ আনুগত্য করব। খিলাফত ব্যবস্থার অধীনে যে নেযাম বা ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার সাথেও সহযোগিতা করব। আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টা তখনই কল্যাণমণ্ডিত হবে যখন জামা'তের প্রত্যেক সদস্য, পদধারী, কর্মচারী এবং মুরব্বীও ব্যবস্থাপনাকে বুঝবে এবং পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন আর সেসব প্রতিশ্রুতি অনুসারে পাঠিয়েছেন যেসব কাজের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ্। এর কিছু তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণতা পেয়েছে আর কিছু তাঁর মৃত্যুর পর পূর্ণ হওয়া ভবিতব্য ছিল এবং হচ্ছে। তাঁর মাধ্যমেই ইসলামের বাণী পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছাচ্ছে আর পবিত্র হৃদয় সমূহ ধীরে ধীরে আহমদীয়াত তথা ইসলামের কোলে আশ্রয় নিচ্ছে। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবীদের পাঠিয়ে থাকেন সে উদ্দেশ্যকে তিনি পূর্ণতা দেন।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ (সূরা মুজাদেলা: ২২) আল্লাহ্ এই অমোঘ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, আমি এবং আমার রসূলগণ জয়যুক্ত হব। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও বার বার এই এলহাম করেছেন। তাঁকে এলহামে আল্লাহ্ তা'লা এটি জানিয়েছেন।

(তাযকেরা, পৃষ্ঠা: ৮৪, চতুর্থ ভাগ)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এক জায়গায় বলেন, "এটি খোদার চিরাচরিত রীতি বা সুন্নত, আর যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেছেন সব সময় এই রীতিই প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি স্বীয় নবী এবং রসূলদের সাহায্য করেন এবং তাঁদের বিজয় দেন। যেভাবে তিনি নিজেই বলেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ (সূরা মুজাদেলা: ২২)। বিজয় বলতে যা বুঝায় তা হলো যেভাবে নবী এবং রসূলদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার সত্যতার প্রমাণ যেন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আর কেউ যেন খোদার মোকাবিলা না করতে পারে। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা শক্তিশালী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করেন। যে সত্যতা তিনি পৃথিবীতে বিস্তৃত করতে চান, তার বীজ তিনি তাদের হাতেই বপন করেন। "

(আল-ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড, ২০, পৃষ্ঠা: ৩০৪)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা এটি আদি থেকে লিখে রেখেছেন আর এটিকে স্বীয় রীতি ও আইন আখ্যা দিয়েছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ সম্পর্কে বলেন, "অতএব যেহেতু আমি তাঁর রসূল অর্থাৎ প্রেরিত কিন্তু নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে নয়, নতুন দাবি নিয়ে নয়, নতুন নাম নিয়ে নয়, বরং সেই সম্মানিত রসূল খাতামুল আম্বিয়ার নামে এসেছি আর তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে তাঁরই বিকাশস্থল হিসেবে এসেছি। তাই আমি বলছি, যেভাবে আদি থেকে অর্থাৎ আদমের যুগ থেকে আরম্ভ করে মহানবী (সা.) পর্যন্ত সকল যুগে এই আয়াতের অর্থ সত্য প্রমাণিত হয়ে আসছে, একইভাবে বর্তমানেও আমাদের হাতে তা সত্য প্রমাণিত হবে। "

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা: ৩৮০-৩৮১)

অতএব যে চারা বৃক্ষকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল প্রান্তে রোপন করতে চান তা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তেরই চারা বৃক্ষ। এর প্রচার কাজের সম্পূর্ণতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের জন্য নির্ধারিত। কাজেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যে সততাকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করতে চান তার বীজ তিনি তাঁর রসূলদের হাত দিয়ে বপন করেন। আর ইসলামের প্রচার কাজের সম্পূর্ণতার এই বীজ আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে দিয়ে করেছেন এবং কোন কোন এলাকায় তিনি তাঁকে এই বীজ থেকে উদ্গত সবুজ শ্যামল ফসলও দেখিয়েছেন। এছাড়া খিলাফত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাঁর হাতে বপিত বীজের চারা এখন সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে। এক কথায় সেই বীজ যা তাঁর হাতে আল্লাহ্ তা'লা বপন করিয়েছেন, এটি থেকে উদ্গত চারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিস্তার লাভ করছে। যেভাবে কৃষকরা জানে যে, এখানেও কৃষির অনেক প্রচলন রয়েছে, চারা গাছের নার্সারী বা বীজতলা বানিয়ে সেসব চারা গাছ যে কোন স্থানে নিয়ে গিয়ে সেখানে রোপন করা যেতে পারে, একইভাবে কুরআনের জ্ঞান ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ তফসীরের নার্সারী এবং ইসলামের বাণী, যেভাবে তিনি কুরআনের আলোকে আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন তা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তৃত করা হচ্ছে আর পৃথিবীর মানুষ ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে এবং করে চলেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বহু এলহামের মাধ্যমে শুভসংবাদও দিয়েছেন। একটি হলো, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ -এর উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। এছাড়াও বেশকিছু এলহাম রয়েছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি তুলে ধরছি।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, يَنْصُرُكُمُ اللّٰهُ فِيْ دِيْنِهٖ । অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ধর্মের ক্ষেত্রে তোমার সাহায্য করবেন। (তাযকেরা, পৃষ্ঠা: ৫৭৪, ৪র্থ সংস্করণ) অর্থাৎ যে কাজের তিনি (আ.) প্রসার ও প্রচার করে চলেছেন তা খোদার ধর্ম ও ইসলাম। আরেকটি এলহাম হল يَنْصُرُكَ اللّٰهُ مِنْ عِنْدِهٖ । অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা নিজের পক্ষ থেকে তোমার সাহায্য করবেন। (তাযকেরা, পৃষ্ঠা: ৩৯, ৪র্থ সংস্করণ) আরেকটি এলহাম রয়েছে, এটি খুবই প্রসিদ্ধ, সর্বত্র বলা হয়ে থাকে, এই এলহামের পূর্বে আরেকটি শুনাচ্ছি আর তা হলো 'আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত সসম্মানে খ্যাতি দিব'। (তাযকেরা, পৃষ্ঠা: ১৪৯, ৪র্থ সংস্করণ) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে আর তা হবে ইসলামের বাণী প্রচারের কারণে এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হবে। আর এই এলহামটি অনেক প্রসিদ্ধ সর্বত্র বলা হয়ে থাকে, তা হলো- 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব'। (তাযকেরা, পৃষ্ঠা: ২৬০, ৪র্থ সংস্করণ) সবাই এটি জানে এবং বলে থাকে। অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর বাণী পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করবে আর পৃথিবীর মানুষ তাঁকে মহানবী (সা.)-এর এক নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ও সাহসী বীর হিসেবে চিনবে আর চিনছেও।

এখন আমরা দেখি যে, এম.টি.এ-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পৃথিবীতে বাণী প্রচার করছেন। আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি যে, আমাদের জাগতিক উপায় উপকরণের বলে কখনো এটি সম্ভব ছিল না যে, এখনো

আমরা ২৪ ঘন্টা ব্যাপী টিভি চ্যানেল চালনা করব আর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করব এবং পৃথিবীর সকল অঞ্চলে এই টিভির অনুষ্ঠান পৌঁছাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে আমার খুতবার অনুবাদ পৌঁছাচ্ছে। একসাথে ৬/৭টি ভাষায় তাৎক্ষণিক অনুবাদ হচ্ছে। এসব কিছুই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রদত্ত খোদার প্রতিশ্রুতির ফসল আর এর মাধ্যমে অর্থাৎ আমার খুতবা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে এবং এম.টি.এ-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কল্যাণে সৎ প্রকৃতির মানুষ আহমদীয়তভুক্ত হচ্ছে।

অনেকেই আমাকে লিখে যে, এম.টি.এ-তে আপনার খুতবা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান আমাদেরকে প্রভাবিত করে এবং আহমদীয়াতে আমরা আগ্রহ পাই আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণের সুযোগও দিয়েছেন। দু'তিন দিন হলো গুয়াদেলুপের একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছিল। মুরব্বীর সাথে সেখানকার এক নতুন আহমদীর অনুষ্ঠান হচ্ছিল। তিনি বলেন, আহমদীয়াতের পরিচিতি জানতে পারলেও বয়আত করছিলাম না। তিনি বলেন, খুতবা শোনার পর আমার মাঝে বয়আতের প্রেরণা জন্মে। খুতবা শোনার পর আমি আশ্বস্ত হই। অতএব এটি খোদারই কাজ এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি আর এসবই পূর্ণতা পাবে ইনশাআল্লাহ্। এতে আমাদের বা কোন মানবীয় প্রচেষ্টার বাহাদুরি নেই, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সর্বোত্তম মু'মিনের পরিচয় হলো সে তবলীগ করবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই কাজে অংশীদার করতে চান, যা তিনি নিজেই করছেন এবং করার সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। খোদা তা'লা আমাদেরকে নিছক পুণ্যের ভাগী করতে চান। অতএব সব আহমদীরএ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যে কাজ আল্লাহ্ তা'লা নিজের হাতে নিয়েছেন সে কাজে অংশীদার হয়ে পুণ্যের ভাগী হন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হন।

কাজেই আপনারা যারা এখানে স্পেনে বসবাস করছেন সময় বের করে মাসে অন্তত পক্ষে এক দিন বা দু'দিন তবলীগের জন্য ব্যয় করুন। স্থানীয় লোকদের মানসিকতা বুঝে তবলীগের নতুন নতুন পন্থা সন্ধান করুন। স্পেনিশ এক নবাগত আহমদী গত সপ্তাহে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন, বরং এই সপ্তাহে আসেন। তিনি বলেন, আমাদের যেভাবে এখানে ইসলামের তবলীগ করা উচিত আমরা সেভাবে করছি না, বা জামা'ত করছে না। বরং তার মতে দু'একজন ছাড়া, মুরব্বীরাও স্পেনিশ মানসিকতা বুঝে তবলীগ করছে না বা তারা জানে না কীভাবে তবলীগ করতে হবে। তিনি বলেন, যদিও আমরা ইউরোপভুক্ত গণ্য হই কিন্তু আমাদের মানসিকতা ইউরোপ থেকে কিছুটা ভিন্ন। ইউরোপের মানুষের মতো আজকের বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে আমরাও অর্থাৎ এখানকার মানুষ, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে ভীতত্রস্ত। কিন্তু একই সাথে স্পেনে এক সুদীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের কারণে আমাদের ভেতর অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের সাথে সম্পর্কের এক আবেগ ও অনুভুতি রয়েছে যা জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন, বিশেষ করে আন্দালুসিয়া প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে।

অতএব আমাদের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী তবলীগ এবং স্থানীয় তবলীগ সেক্রেটারীগণ আর অন্যান্য ওহদাদারগণও যেখানে পরিস্থিতির আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন সেখানে সকল আহমদীর অর্থাৎ খোদ্দাম, আনসার ও লাজনারও তবলীগের জন্য সময় দেওয়া উচিত। ৭/৮শ বছর পূর্বে এখানকার মুসলমানদেরকে তরবারির জোরে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে কিন্তু আমাদেরকে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা আর ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষার মাধ্যমে মন জয় করতে হবে। এখানে জামা'ত এবং ইসলাম ব্যাপক পরিসরে পরিচিতি লাভ করছে। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং পত্রপত্রিকা জামা'ত সম্পর্কে লিখে থাকে আর এভাবেও এক ধরনের তবলীগ হয়ে থাকে। কর্দোবার এক পত্রিকার সম্পাদক বা মালিক আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, তিনি পত্রিকা দেখিয়ে বলেন, এভাবে আমি জামা'ত সম্পর্কে লিখে থাকি আর পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা ছিল। লন্ডনে যখন আমাদের শান্তি সম্মেলন হয়েছে সেখানেও এখানকার পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনের সাংবাদিকরা এসেছিল। এখানকার টেলিভিশন চ্যানেলের এক প্রতিনিধি আমার সাক্ষাৎকারও নিয়েছে। এরপর সে এখানে এসে তাদের টিভি চ্যানেলে জামা'ত সম্পর্কে এবং ইসলামের যে শান্তিপূর্ণ শিক্ষা জামা'ত তুলে ধরে সে সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠানও সম্প্রচার করে। আমার সাক্ষাৎকারের একটি অংশও তাতে দেখানো হয়েছে। অতএব এখন স্পেনের সেই পরিস্থিতি নেই যা আজ থেকে ৩৫ বা ৪০ বছর পূর্বে ছিল।

আজকে যদি তবলীগের ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে। এছাড়া এখানে বিভিন্ন শহরে, বিশেষত মরক্কো এবং অন্যান্য আরব দেশের মানুষ এসে বসতি স্থাপন করেছে, তাদের এলাকায় আরবী ভাষাভাষীদের মাধ্যমে তবলীগ করা উচিত, আরবী বইপুস্তক বিতরণ করা উচিত। স্পেনিশ ভাষায় বইপুস্তকের যতটুকু সম্পর্ক আছে এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের পরিচিতিমূলক বইপুস্তকের যতটুকু সম্পর্ক আছে, গত কয়েক বছর থেকে যুক্তরাজ্য এবং জার্মানির জামেয়া থেকে শাহেদ পাশ করা ছাত্র যারা কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে তাদেরকে আমি কর্মক্ষেত্রে পাঠানোর পূর্বে এখানে পাঠাই আর তারা সব শহরে এসব বইপুস্তক বিতরণ করে। আমার অনুমান, ৩০ লক্ষের অধিক লিফলেট ও বইপুস্তক ইতিমধ্যে বিতরণ হয়ে গেছে। আর জামেয়ার নতুন এসব মুরব্বী যারা এখানে আসে তাদেরও ধারণা এটিই যে, স্পেনের মানুষ অধিক খোলা মনে বইপুস্তক গ্রহণ করে এবং সাধারণত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে কথা বলে এবং পড়ে। খুব কম মানুষই আছে যারা এগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়, সাধারণত তারা দেখে, পড়ে আর এরপর পকেটে রেখে দেয়।

অনুরূপভাবে আমাদের একজন স্পেনিশ মহিলা রয়েছেন যিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন এবং লন্ডনে বসবাস করেন। সেখানে আমাদের নওমোবাইন সেক্রেটারীর স্ত্রী তিনি। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পিতামাতা এখানেই থাকেন। এখানে আসলে তিনি বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তবলীগ করেন। তিনি লন্ডন থেকে এসে সুযোগ বের করে নেন যে, কীভাবে এখানে জামা'তকে পরিচিত করা যায় এবং ইসলামের বাণী পৌঁছানো যায়। তবে এখানে যারা বসবাস করেন এবং যেসব মুরব্বীরা রয়েছেন তারা কেন এ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন না? অতএব স্থানীয় আহমদী, পদধারী এবং মুরব্বীদের এ সম্পর্কে একটি দৃঢ় ও সুসংহত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। নবাগত স্পেনিশ আহমদী, যার কথা আমি উল্লেখ করেছি, তাকেও এটিই বলেছি যে, তোমার মতে তবলীগের যে সর্বোত্তম পন্থা হয়, তা আমাকে লিখে পাঠাও। তার পরামর্শ আসলে তা আমি এখানে পাঠিয়ে দিব, সেগুলো যদি অনুসরণ যোগ্য হয় এবং আপনারা যদি বুঝেন তাহলে সে অনুসারে কাজ হওয়া উচিত। কিন্তু আসল কথা হলো পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে জামা'তের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ বিষয়টি বুঝতে হবে যে, আহমদীয়াত গ্রহণের পর আমাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে আর এক বিশেষ আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং একাগ্রতার সাথে তা পালন করতে হবে। বছরান্তে শুধু নতুন মুরব্বীদের এক মাসের জন্য এখানে এসে বইপুস্তক বিতরণ করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আমি তাদেরকে পাঠানো আরম্ভ করেছি এ জন্য যেন এর মাধ্যমে আপনাদের সাহায্য হয়। কেননা এখানে জামা'তের সদস্য সংখ্যা স্বল্প, আর দ্বিতীয়ত আপনাদের হৃদয়ে যেন এভাবে তবলীগের প্রতি আগ্রহ জন্মে অথবা নিদেনপক্ষে তবলীগের পথে সঠিকভাবে ভাষা না জানা থাকার কারণে যে সংকোচ আছে, তা দূরীভূত হবে আর সবাই তবলীগের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিছু নতুন মুরব্বী যারা এখানে আসেন তারা ভাষা জানেন না, তারপরও সব জায়গায় যান এবং নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করেন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা তবলীগের যে দায়িত্ব একজন প্রকৃত মু'মিনের ওপর ন্যস্ত করেছেন আমাদেরও সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে-এই সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন । এক ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা নিয়ে এই কাজে যোগ দিতে হবে। আর এ কাজে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বর্তায় মুরব্বিদের ওপর। অর্থাৎ তবলীগের বিভিন্ন পন্থা সন্ধান করুন, জামা'তের সদস্যদেরকে বলুন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করুন। ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ সাহেব তবলীগের বিষয়ে প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে থাকেন। তিনি আমাকে খোলাখুলি না বললেও মনে হয় তার বাজেটেরও সমস্যা আছে। এছাড়া জামা'তের সদস্যদের পক্ষ থেকেও সহযোগিতার ঘাটতি আছে। অতএব সেক্রেটারী তবলীগ, মুরুব্বী এবং জামাতের সদস্যদের বাজেটের ঘাটতি থাকলে তার সমাধান করার দায়িত্বও জামাতের আমীর সাহেবের, এর জন্য আমাকে লিখুন। এজন্য জামা'তের আমীরের উচিত সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। কেন্দ্র তো পূর্ব থেকেই আপনাদের অপরাপর অনেক ব্যয়ভার বহন করে চলেছে। এভাবেই আমরা ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হব আর এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। যুগের অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এবং ইসলামের বর্তমান অবস্থা সামনে রেখে তাঁর হৃদয়ের বেদনার কথা তুলে ধরতে গিয়ে আর এটি স্পষ্ট করতে গিয়ে যে, এখন আল্লাহ্ তা'লা চান ইসলামের সম্মান ও মাহাত্ম্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হোক এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব পুনরায় পৃথিবীতে প্রমাণিত হোক। ইসলাম

বিরোধীদের ষড়যন্ত্রকে আল্লাহ্ তা'লা নস্যাৎ করতে চান এবং নস্যাৎ করতে যাচ্ছেন আর এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছেন এবং জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখন আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করছেন। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"এই যুগ কতই না আশীষপূর্ণ যুগ যে, আল্লাহ্ তা'লা এই ব্যাধিগ্রস্ত যুগে কেবল নিজ কৃপাগুণে মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য এই পবিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ অদৃশ্য থেকে ইসলামের সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন এবং এক জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি সেসব লোককে জিজ্ঞেস করতে চাই, যারা হৃদয়ে ইসলামের জন্য বেদনা রাখে, যাদের হৃদয়ে ইসলামের সম্মান ও মাহাত্ম্য রয়েছে তারা বলুক, ইসলাম কী এই যুগের চেয়ে ভয়াবহ যুগের সম্মুখীন হয়েছে যখন মহানবী (সা.) কে এত বেশি গালাগালি এবং তাঁর এত বেশি অবমাননা ও অসম্মান করা হয়েছে আর পবিত্র কুরআনের এত অসম্মান হয়েছে? অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা দেখেও আমার চরম আক্ষেপ হয় আর হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। অনেক সময় এই ব্যাথায় আমি ব্যাকুল হয়ে যাই যে, এই অসম্মানকে অনুভব করার মত চেতনাটুকুও কি তাদের হারিয়ে গেছে? আল্লাহ্ তা'লা কি মহানবী (সা.)-এর সম্মানের কোন পরোয়াই করেন না যে, এত গালমন্দ দেখেও ঐশী কোন জামা'ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবস্থা নিবেন না এবং এসব ইসলাম বিরোধীর মুখ বন্ধ করে তাঁর (সা.) মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা পৃথিবীতে বিস্তৃত করবেন? অথচ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর ফেরেশতারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। এই অসম্মানের যুগে এই দরূদ ও সালামের কতই না আবশ্যকতা রয়েছে আর এই জামা'তের আকারে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, (অর্থাৎ আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেটি করেছেন।) আমি প্রেরিত হয়েছি মহানবী (সা.)-এর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য, আর কুরআনী সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য। এ সমস্ত কাজই হচ্ছে, কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে তাদের জন্য দেখা সম্ভব নয়। অথচ এই জামা'ত এখন সূর্যের ন্যায় ঝলমল করছে আর এই জামা'তের নিদর্শনাবলীর সাক্ষীর সংখ্যা এত বেশি যে, তাদেরকে যদি এক জায়গায় একত্রিত করা হয় তাহলে তাদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে,ভূপৃষ্ঠের কোন বাদশারও এত সংখ্যক সৈন্য নেই। এই জামা'তের সত্যতার এত প্রমাণ রয়েছে যে, এর প্রত্যেকটি বর্ণনা করাও সহজ নয়। যেহেতু ইসলামের ভয়াবহ অসম্মান ও অবমাননা করা হয়েছে, তাই আল্লাহ্ তা'লা সেই অসম্মান ও অবমাননার দৃষ্টিকোণ থেকে এই জামা'তের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেছেন।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩-১৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

আর আল্লাহ্ তা'লা যে এই মাহাত্ম্য ও সম্মান প্রদর্শন করছেন আমরা তার সাক্ষী। এখানেও প্রেস বা প্রচারমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়েছে আর পৃথিবীর কোন কোন দেশে প্রকাশ্যেই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথার সত্যায়নকারী আর আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই এই কাজ করছেন কিন্তু তিনি এতে আমাদেরকে অংশীদার বানাতে চান। তাই এর অংশীদার হন আর সর্বাত্মকভাবে হন।

দীর্ঘজীবি যদি হতে হয় তবে তবলীগের কাজে রত হও- এ কথা আমাদেরকে বলতে গিয়ে পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাজ এবং উদ্দেশ্য, যার জন্য সে এসেছে, সে সম্পর্কে সচেতন থাকে না। কতকের একমাত্র কাজ হয়ে থাকে চতুষ্পদ জন্তুর মতো পানাহার করা। কেউ কেউ মনে করে, এতটা মাংস খেতে হবে, এমন কাপড় পরিধান করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া আর কোন কাজের বিষয়ে তারা ভ্রুক্ষেপ করে না। এমন মানুষ যখন ধরা পড়ে তখন নিমিষেই তারা ধ্বংস হয়ে যায়।" তিনি (আ.) বলেন, "যারা ধর্ম সেবায় রত থাকে তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত কোমল ব্যবহার করা হয় যতক্ষণ তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের কাজ সমাপ্ত না করে।" তিনি (আ.) বলেন, "মানুষ যদি চায় যে, সে দীর্ঘজীবি হোক তাহলে তার উচিত যথাসাধ্য একনিষ্ঠভাবে নিজের জীবনকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা। স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লাকে প্রতারিত করা যায় না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায় তার স্মরণ রাখা উচিত যে, সে নিজেকেই প্রতারিত করে। এর ফলশ্রুতিতে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি (আ.) বলেন, তাই আয়ুষ্কাল দীর্ঘ করার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোন ব্যবস্থাপত্র নেই যে, মানুষ নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্র নামকে সমুন্নত করার কাজে রত হবে আর ধর্ম সেবায় নিয়োজিত হবে। আজকাল এ ব্যবস্থাপত্র খুবই কার্যকরী কেননা ধর্মের জন্য আজ এমন নিবেদিতপ্রাণ লোকদেরই প্রয়োজন। যদি এটি করা না হয় তবে জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। তা এমনিতেই কেটে যায়।"

(মালফুযাত,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৯-৩৩০, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

মহানবী (সা.) তবলীগের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত আলী (রা.) কে যে নসীহত করেছেন, সেটি আমাদের জন্যও এক স্বর্ণালী নসীহত। তিনি (সা.) একবার হযরত আলী (রা.) কে সম্বোধন করে বলেন, খোদার কসম! তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তির হেদায়াত পাওয়া তোমার জন্য উন্নত মানের লাল উট লাভ হওয়ার চেয়ে শ্রেয়। "

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

সেই যুগে লাল উটকে খুবই মূল্যবান প্রাণী মনে করা হত। যারা লাল উট রাখত, তাদেরকে সবচেয়ে সম্পদশালী মানুষ মনে করা হতো। তিনি (সা.) বলেন, তোমার তবলীগ কারো হেদায়াতের কারণ হওয়ার তুলনায় জাগতিক ধনসম্পদ কোন গুরুত্বই রাখে না।

অতএব আপনারা যারা এখানে এসেছেন নিঃসন্দেহে জাগতিক আয়-উপার্জন করুন, কিন্তু কিছু সময় অবশ্যই তবলীগের জন্য দিন। যদিও আমি বলেছি মাসে দুএকদিন সময় দিন, কিন্তু আসলে আপনাদের এরচেয়ে অধিক সময় দেওয়া উচিত। এর ফলে ইহজাগতিক স্বার্থসিদ্ধিও হবে আর খোদাও সন্তুষ্ট হবেন। আর যেভাবে আমি প্রথম দিকেই বলেছিলাম, তবলীগের কারণে আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নেককর্ম এবং হেদায়াতের দিকে ডাকে সে ততটাই পুণ্যের ভাগী হয় যতটা পুণ্য তার ওপর আমলকারী ব্যক্তি লাভ করে, কিন্তু সেই ব্যক্তির পুণ্যে কোন ঘাটতি হয় না।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ইলম, বাব মান সান্না সুন্নাতুন হাসানা, হাদীস: ৬৮০৪))

অতএব এই হলো সেই আয়াতের ব্যাখ্যা যা প্রারম্ভে তেলাওয়াত করা হয়েছে অর্থাৎ তার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে যে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে। অর্থাৎ যে আল্লাহ্র দিকে ডাকছে সে-ও পুণ্য লাভ করছে। নেককর্ম করার প্রতিদানও পাচ্ছে আর যে ব্যক্তি হেদায়াত পাচ্ছে তার দিক থেকেও সে পুণ্যের ভাগী হচ্ছে। তবলীগকারী জাগতিক নেয়ামত ও পুরস্কারও পেল, দীর্ঘজীবিও হলো আর পুণ্যের অংশও পেল। অতএব ঐশী নেয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য এখন তবলীগ এবং জগদ্বাসীর হেদায়াতের জন্য আমাদের সময় ব্যয় করা উচিত।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থাৎ ইসলাম সেবার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন,

"সময় স্বল্প। আমি বার বার নসীহত করি, কোন যুবক যেন না ভাবে যে, এখন বয়স মাত্র ১৮ বা ১৯ এখনো অনেক সময় পড়ে আছে। সুস্থ ব্যক্তি যেন নিজের সুস্থতা ও স্বাস্থ্য নিয়ে গর্ব না করে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি, যার অবস্থা ভালো সে যেন নিজের প্রভাব প্রতিপত্তির ওপর নির্ভর না করে। এই যুগে বিপ্লব ঘটছে, এটি শেষ যুগ। আল্লাহ্ তা'লা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীকে পরীক্ষা করতে চান। এখন নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের সময় আর শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এই সময় আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এটি সেই সময় যেখানে এসে সব নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর পরিসমাপ্তি ঘটে। তাই নিষ্ঠা প্রদর্শন এবং সেবার জন্য এটিই শেষ সুযোগ যা মানব জাতিকে দেওয়া হয়েছে, এখন এরপর আর কোন সুযোগ আসবে না। বড়ই দুর্ভাগা সে, যে এই সুযোগকে হাতছাড়া করে।" তিনি (আ.) বলেন, "কেবল মৌখিকভাবে বয়আতের অঙ্গীকার করা কিছুই নয়, বরং চেষ্টা কর, আল্লাহ্র কাছে দোয়া কর যেন তিনি তোমাদেরকে সত্যবাদী প্রমাণ করেন। এ ক্ষেত্রে আলস্য এবং ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবে না বরং কঠোর পরিশ্রমী হও আর আমি যে শিক্ষা উপস্থাপন করেছি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা কর এবং সেই পথে চল যা আমি উপস্থাপন করেছি।"

(মালফুযাত,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৩-৩৬৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

যেভাবে আমি গত খুতবাতেও বলেছি, 'কিশতিয়ে নূহ'-এর বরাতে যে কথা বলেছিলাম অর্থাৎ কিশতিয়ে নূহের 'আমাদের শিক্ষা' সম্বলিত অংশটি অবশ্যই প্রত্যেক আহমদীর পাঠ করা উচিত। বরং তিনি পুরো কিশতিয়ে নূহ-ই পড়ার কথা বলেছেন।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৮ থেকে সংকলিত)

তবলীগের যে সামর্থ্য আমাদের লাভ হবে, আমলে সালেহ্ বা নেককর্মের যে সামর্থ্য ও তৌফিক লাভ হবে সেই দিকেও এসব নির্দেশনা অর্থাৎ আমাদের শিক্ষার অংশটুকু পথের দিশা দেয়। এই শিক্ষাই আমাদেরকে

উত্তম মু'মিনে পরিণত করতে পারে। নেককর্ম বা সৎকর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন,

"যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি দেখা যায় যে, মানুষ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর প্রতি বিশ্বাস রাখে, রসূলে করীম (সা.)-কেও মৌখিকভাবে সত্যায়ন করে, বাহ্যত নামাযও পড়ে, রোযাও রাখে; কিন্তু আসল কথা হলো আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে। অপর দিকে এসব নেককর্মের পরিপন্থী কাজ করাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেই কর্মগুলো সৎকর্ম হিসেবে করা হয় না। সবাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ পরিপন্থী কাজ করছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানরা যেসব কাজ করছে তা নেককর্ম বা সৎকর্ম নয়। তিনি (আ.) বলেন, আর যতটুকু করছে তা-ও নিছক অভ্যাসজনিত কারণে এবং প্রথাগতভাবে করছে, কেননা এতে নিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র নেই। নতুবা কী কারণে এসব সৎকর্মের বরকত ও আলো সাথে নেই? ভালোভাবে স্মরণ রেখ! যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য হৃদয় নিয়ে এবং আধ্যাত্মিকতার সাথে এ কাজগুলো করা না হবে, কোন লাভ হবে না আর এসব কর্ম কোন উপকারে লাগবে না। নেককর্ম তখনই সৎকর্ম বলে গণ্য হয় যখন তাতে কোন প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকেনা। 'সালাহ'র (সঠিক ও পুণ্যকর্ম) বিপরীত শব্দ হলো 'ফাসাদ' (বিশৃঙ্খলা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি) সালেহ বা সৎকর্ম সেটিকে বলা হয় যা সর্ব প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকে। যাদের নামাযে ব্যাধি রয়েছে এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনা যাতে লুক্কায়িত থাকে তাদের নামায ইত্যাদি আদৌ আল্লাহ্‌র জন্য নয়, তা ভূমি থেকে এক বিঘত পরিমাণও ওপরে যায় না। তাতে নিষ্ঠার সৌরভ নেই এবং তা আধ্যাত্মিকতা শূন্য।"

(মালফুযাত,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৭, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

নেককর্ম বা আমলে সালেহ্‌র বাস্তবতা কী, তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ তা'লা রূহ্ এবং আধ্যাত্মিকতার ওপর দৃষ্টি রাখেন। তিনি বাহ্যিক আমল বা কর্মের ওপর দৃষ্টি রাখেন না। তিনি এগুলোর প্রকৃত চিত্র এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখেন যে, তাদের কর্মের গভীরে স্বার্থপরতা এবং কামনা-বাসনা বিরাজ করছে, নাকি খোদা তা'লার সত্যিকার আনুগত্য এবং নিষ্ঠা রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় মানুষ বাহ্যিক কর্ম দেখে বিভ্রান্ত হয়। যার হাতে তসবিহ থাকে, যে তাহাজ্জুদ এবং ইশরাকের নামায পড়ে বাহ্যত সে নেক ও পুণ্যবানদের কাজ করে, (কেউ অনেক নেকীর কথা বললে) তখন মানুষ তাকে নেক মনে করে বসে। (যার হাতে তসবিহ থাকে তাকে অন্যরা সাধারণভাবে খুব নেক মনে করে) কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা খোসা বা খোলস পছন্দ করেন না। (বাহ্যিক বিষয়াদি তাঁর পছন্দ নয়।) এটি খোসা বা খোলস, আল্লাহ্ তা'লা এটিকে পছন্দ করেন না আর এতে কখনো সন্তুষ্ট হন না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা সৃষ্টি না হয়। (কোন বস্তুর বাহ্যিক চাকচিক্য বা তার বাহিরের আবরণ খোদার পছন্দ নয়, এগুলো আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করে না) তিনি বলেন, "বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি কুকুরের মতো। যারা লাশতুল্য এবং ভূপতিত অবস্থায় রয়েছে, বাহ্যত তারা নেক পরিদৃষ্ট হলেও তাদের জীবনে ঘৃণ্য কার্যকলাপ দেখা যায়, (তারা নোংরা কাজ করে) এছাড়া আরো অনেক গোপন বদ অভ্যাস থাকে। যে নামায দেখনদারির জন্য পড়া হয় সেই নামায আমরা কী করব আর এতে কী লাভ?"

(মালফুযাত,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৯-২৪০, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তাই এমন লোক দেখানো আমল বা কর্ম মানুষের কোন কাজে আসতে পারে না। এমন কর্ম বা আমল, যাতে প্রতিটি মুহূর্ত খোদাভীতি এবং খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্য থাকে না, তার কোন লাভ নেই। যত চেষ্টাই তারা করুক না কেন, এমন তবলীগকারীদের তবলীগের ফলাফল ভালো হয় না। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, এদিকেও আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে।

অজস্র ধারায় নেককর্ম করা প্রসঙ্গে পুনরায় তিনি বলেন,

"অতএব যে ব্যক্তি ঈমানকে কায়েম এবং অক্ষুন্ন রাখতে চায়, নেককর্মের ক্ষেত্রে তার উন্নতি করা উচিত, এগুলো আধ্যাত্মিক বিষয় আর কর্মের প্রভাব বিশ্বাসের ওপর পড়ে। (যদি দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হতে হয়, তাহলে নেক কাজ করা আবশ্যক।) যারা পাপাচারে লিপ্ত, তাদেরকে দেখলে অবশেষে জানতে পারবে যে, খোদার সত্তায় তাদের বিশ্বাস নেই। হাদীস শরীফে এ কারণেই বর্ণিত হয়েছে যে, চোর যখন চুরি করে, তখন সে মু'মিন হয় না আর ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন থাকে না। এর অর্থ হলো, তার অপকর্ম সত্য এবং সঠিক বিশ্বাসে প্রভাব ফেলে সেটিকে নষ্ট করেছে। আমাদের জামা'তের উচিত, অজস্র ধারায় সৎকর্ম এবং নেককর্ম করা। আমাদের জামা'তের অবস্থাও যদি তেমনি হয় যেমনটি অন্যদের রয়েছে, তাহলে তো পার্থক্যই থাকল না। তাদের হেফাযত এবং যত্ন নেওয়ার আল্লাহ্‌র কী প্রয়োজন রয়েছে? আল্লাহ্‌তা'লা তখনই রক্ষনাবেক্ষণ করবেন যদি তাকওয়া, পবিত্রতা এবং সত্যিকার আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট কর। স্মরণ রেখ! কারো সাথে তাঁর কোন আত্মীয়তা নেই (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে কারো কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই।) শুধু বড় বড় কথা বলা এবং বুলি আউড়ালে কিছু হবে না। (বৃথা কথাবার্তা যদি বল বা দাবি করতে থাক, এসব দাবিতে কোন লাভ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বস্ততা না থাকবে।) তিনি বলেন, "সত্যিকার আনুগত্য এক প্রকার মৃত্যু। যে এটি করে না, সে খোদার সাথে দাবা খেলার ন্যায় চালাকি করে অর্থাৎ যখন কোন স্বার্থ থাকে, খোদার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে আর কোন স্বার্থ না থাকলে খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। মু'মিনের রীতি এমন হওয়া উচিত নয়। একটু ভাব, খোদা তা'লা যদি সকল ক্ষেত্রে সাফল্য দেন আর কখনও কোন ব্যর্থতা যদি না আসে, তাহলে সারা পৃথিবী কি একত্ববাদী হয়ে যাবে না? বিশেষত্ব কী থাকল। তাই সমস্যার সময় যে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।"

(মালফুযাত,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৬-৩৬৭, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব নেককর্ম ততক্ষণ নেককর্ম বা সৎকর্ম বলে গণ্য হবে যখন তাতে পূর্ণ আনুগত্য থাকবে এবং পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তা করা হবে এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হবে। নিজের কামনা-বাসনার প্রাচীর যখন সম্পূর্ণভাবে ভূপাতিত করা হবে এবং শুধু একটিই লক্ষ্য থাকবে, আর তা হলো আমাদের প্রতিটি কর্মের পিছনে খোদার সন্তুষ্টিকে আমরা অগ্রগণ্য করব, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে কাজ করব, আর এটিই সত্যিকার আনুগত্য। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, যেখানে স্বার্থসিদ্ধি হবে সেখানে আনুগত্য করব বা এতায়াত করব, আর যেখানে পছন্দমত কাজ হবে না সেখানে অভিযোগ আরম্ভ করব। সব সময় স্মরণ রাখবেন, ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় অভিযোগ মানুষকে ব্যবস্থাপনা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এরপর তা ধর্ম থেকেও দূরে ঠেলে দেয়, খিলাফত থেকেও দূরে ঠেলে দেয় আর খোদার সাথে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এমন পরিণতি আমরা কতক মানুষের দেখেছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমাদের বিজয়ের অস্ত্র এস্তেগফার, তওবা, ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া, খোদার মাহাত্ম্যকে দৃষ্টিতে রাখা এবং পাঁচ বেলার নামায পড়া। নামায দোয়া গৃহীত হওয়ার চাবিকাঠি। অতএব যখন নামায পড়, তাতে দোয়া কর, ঔদাসিন্য প্রদর্শন করো না। সকল পাপ এড়িয়ে চল, তা খোদার অধিকার সংক্রান্ত হোক বা মানুষের প্রাপ্য সংক্রান্ত হোক।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীর প্রচার ও বিজয়ের অংশীদার করুন। তওবা, এস্তেগফার এবং দোয়ার ভিত্তিতে যেন আমরা তবলীগের দায়িত্ব পালন করতে পারি। আল্লাহ্ এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার যেন আমরা প্রদানকারী হই। এই অধিকার প্রদানই নেক কর্মের প্রতি মানুষকে মনোযোগী রাখে। আমাদের সকল কাজে খোদার সন্তুষ্টি যেন আমাদের দৃষ্টিতে থাকে। আমরা যেন আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হই। এইসব কথার প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইসলামের বিজয়ের দিনও আমরা দেখব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন।

****

প্রথম পাতার শেষাংশ .....

২২) দশ বৎসর পূর্বে খোদা তা'লা স্বীয় দাসের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যেমন রমযান মাসে আকাশে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ করাইলেন এবং দিবাকর নিদর্শন ও নিশাকর নিদর্শনকে আমার জন্য সাক্ষীরূপে দুইটি নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীতেও দুইটি নিদর্শন প্রকাশিত করিয়াছেন। একটি হইল সেই নিদর্শন যাহা তোমরা কুরআন শরীফে পাঠ করিয়া থাক। وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ অর্থাৎ যখন গর্ভবতী উষ্ট্রগুলি বেকার হইবে? (সূরা তাকভীর, আয়াত: ৫) এবং হাদীসেও পড়িয়া থাকঃ وليتركن القلاص فلا يسعى عليها (উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইবে এবং কেহই উহার উপর চড়িবে না-মুসলিম) ইহার পূর্ণতার জন্য হেজায প্রদেশে অর্থাৎ মদীনা ও মক্কার রাস্তায় রেলপথ তৈয়ার হইতেছে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯ পৃষ্ঠা: ৩)

ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়াবলী

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বাণীর আলোকে
অনুবাদঃ মির্যা সফিউল আলম

যে ব্যক্তি জগতের জন্য কল্যাণময় তাকে দীর্ঘায়ু করা হয়

" খোদা তা'লা বলেছেন, مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (রা'দ: ১৮) বাস্তব এটাই, যখন কোন ব্যক্তি জগতের জন্য হিত সাধনকারী তখন তার আয়ুকে দীর্ঘ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, রসুলে আকরম (সাঃ) স্বল্প আয়ুর ছিলেন, এই আপত্তি সঠিক নয়। প্রথমতঃ আঁ হযরত (সাঃ) মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করেছেন। তিনি (সাঃ) পৃথিবীতে সেই সময় আগমণ করেছেন যখন স্বভাতই পৃথিবীর একজন সংস্কারকের প্রয়োজন ছিল। আর তিনি সেই সময় প্রস্থান করেন যখন তার নবুয়তের দ্বারা পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছেন।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আল মায়েদা:৪) এই ধ্বনি অন্য কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য দেওয়া হয়নি আর اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا এর পূর্ণ সফলতার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন। যে অবস্থায় রসুলে আকরম (সাঃ) সফলতা পূর্বক প্রস্থান করেছেন, সেখানেও এমন কথা বলা চরম ভুল হবে যে তার আয়ু স্বল্প ছিল। এছাড়াও আঁ হযরত (সাঃ) এর কল্যাণরাজি চিরন্তন, প্রত্যেক যুগে তার কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। এই কারণে তাঁকে জীবিত নবী বলা হয়। এবং তিনি প্রকৃত জীবনের অধিকারী। দীর্ঘায়ু হওয়ার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। এবং এই আয়াত অনুযায়ী তিনি চিরঞ্জীব"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" এই যে আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, কিছু ইসলাম বিরোধীরাও দীর্ঘজীবি হয়ে থাকে, এর কারণ কী?

আমার নিকট এর কারণ হল, তাদের অস্তিত্বও কোনও ভাবে হিতকর হয়ে থাকে। আবু জেহল বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিল। প্রকৃত বিষয় হল, যদি বিরোধীরা আপত্তি না করত তবে কুরান শরীফের ত্রিশ পারা কোথা থেকে আসত। যার অস্তিত্বকে আল্লাহ তা'লা হিতকর জ্ঞান করেন তাকে সময় দেন। আমাদের বিরোধীদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন, তারা বিরোধীতা করে। তাদের অস্তিত্বের কারণেও উপকার হয় । তাদের কারণে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করেন। যদি মেহের আলি শাহ এত চেঁচামেচি না করত তবে নুযুলে মসীহ কিভাবে লেখা হত।

অনুরূপভাবে, সেই কারণেই অন্যান্য সমস্ত ধর্ম অবশিষ্ট রয়েছে যাতে ইসলামি নীতির সৌন্দর্য্য ও গুণাবলী যাতে উন্মোচিত হয়। এখন লক্ষ্য করুন, নিয়োগ ও কাফ্ফারা ধর্মবিশ্বাস বিশিষ্ট ধর্ম যদি বিদ্যমান না থাকত তবে ইসলামী সৌন্দর্য্যের পার্থক্য কিভাবে করা যেত। মোট কথা, বিরোধীর অস্তিত্ব যদি হিতকর হয় তবে আল্লাহ তাকে সময় দেন। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৩)

রসুলে মাকবুল (সাঃ) এর সাক্ষাৎ বা দর্শন প্রসঙ্গে

(৯ই আগস্ট, ১৯০২, সন্ধ্যা বেলা) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) মগরিবের পর প্রতিদিনের মত বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর কপুরথলা থেকে আগত দুই তিন জন ব্যক্তি বয়াত করেন। বয়াতের পর এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, ইনি ক্বারী। তিনি (আঃ) বললেন কিছু অংশ পড়ে শোনাও। তিনি হযরত মসীহ মওুদ (আঃ) এর নির্দেশ মত সুরা মরীয়মের এক রুকু অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে শোনান। এর পর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ক্বারী সাহেবকে অন্যান্য বিষয়বলী জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। এর পর ক্বারী সাহেব নিবেদন করেন যে,দীর্ঘকাল যাবৎ আমি রসুলে আকরম (সাঃ) এর সাক্ষাৎলাভের জন্য উদগ্রীব রয়েছি। অতএব আপনি আমাকে এমন দৈনিক ইবাদতের বিষয় বলে দিন যার কল্যাণে আমি তাঁকে একটি বারের জন্য দেখতে পারি। এর উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" আপনি আমার বয়াত করেছেন। যে ব্যক্তি বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয় তার ঐসকল উদ্দেশ্যাবলীকে দৃষ্টিপটে রাখা জরুরী যেগুলি বয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রসুলে আকরম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎলাভ হবে কি না এটি প্রকৃত উদ্দেশ্য বহির্ভুত বিষয়। এটি মোটেই মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। কুরান শরীফেও এটিকে প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে রাখা হয় নি। বরং বলা হয়েছে,

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আলে ইমরান: ৩২) প্রকৃত উদ্দেশ্য হল রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আনুগত্য করা। মানুষ যখন তাঁর আনুগত্যে বিলীন হয়ে যায়, তখন সাক্ষাৎ বা যিয়ারত লাভের সৌভাগ্যও লাভ হয়। যেরূপ কোন অতিথিসেবক কাউকে নিমন্ত্রণ করলে তার জন্য উৎকৃষ্ট মানের আহার নিয়ে আসে, কিন্তু আহারের সঙ্গে একটি দস্তরখানাও নিয়ে আসে। হাতও ধোয়ানো হয়। যদিও আহার করানোই প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি রসুলে আকরম (সাঃ) এর সাথে প্রকৃত আনুগত্যের সম্পর্ক রাখে এবং সেটিকে তার উদ্দেশ্য বলে গণ্য করে, তার সাথে যে কোন সময় সাক্ষাৎ লাভ হওয়াও সম্ভব। অনেকে এখানে যারা বয়াত করতে আসেন, তারাও আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হওয়া আমার মূল উদ্দেশ্য এবং যে উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সেটি যদি পূর্ণ না হয় তবে আমার সাক্ষাৎ তাদের কোন উপকারে আসল? অনুরূপভাবে খোদার নিকট সেই ব্যক্তি বড়ই হতভাগা এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার কোন মূল্য নাই যার হৃদয়ে সেই প্রকৃত নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং খোদার তা'লার উপর সত্য ঈমান ও তাকওয়া নাই, যদিও সে সকল আম্বিয়ার সাক্ষাৎ-দর্শনও করে থাকে। অতএব স্মরণ রাখ! কেবল সাক্ষাৎ বা দর্শন দ্বারা কোন উপকার সাধন হয় না। খোদা তা'লা যে প্রথম দোয়া শিখিয়েছেন,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ যদি এখানে আল্লাহ তা'লার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ বা দর্শন হত তবে তিনি 'ইহদেনা'এর পরিবর্তে اَرِنَا صُوَرَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দোয়া শেখাতেন, যেটা তিনি করেন নি।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) ব্যবহারিক বা বাস্তব জীবনে লক্ষ্য করুন, তিনি কখনো এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি যে ইব্রাহিম (আঃ) এর সাক্ষাৎ বা দর্শন হোক। যদিও তিনি মেরাজের সময় সকলের দর্শন লাভ করেছিলেন। এই বিষয়টি যেন উদ্দিষ্ট্য না হয়ে দাঁড়ায়। সতিকারের আনুগত্যই হল প্রকৃত উদ্দেশ্য ।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৮)

ঘুষের পরিভাষা

(৯ই আগস্ট, ১৯০২, এর সন্ধ্যাকাল) হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেব নিবেদন করেন, হুযুর ! লোকেরা একটি প্রশ্ন প্রায়ই করে থাকেন, অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, কোন অধিকর্তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না কিছু দেওয়া না হয় তাদের কাজ সম্পন্ন হয় না। এর উত্তরে হুযুর (আঃ) বলেন,

আমার মতে ঘুষের সংজ্ঞা হল, কারোর অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে অথবা অবৈধ উপায়ে সরকারের অধিকার গোপন করতে বা তা অর্জন করতে কোন বিলাসী ব্যক্তিকে কিছু দেওয়া। কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি হয় যেখানে অন্য কারোর কোন ক্ষতি সাধন না হয় অথবা অপরের কোন অধিকার না থাকে, কেবল নিজের অধিকার রক্ষার্থে কিছু দিয়ে দেওয়া হয় তবে সেখানে কোন অসুবিধা নাই, আর এটি ঘুষ নয় বরং এর উপমা হল- আমরা চলতি পথে সামনে কুকুর এসে পড়লে তাকে এক টুকরো রুটি দিয়ে নিজের পথ চলতে থাকলাম এবং তার অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকলাম।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৯)

ঘুষ মোটেই দেওয়া উচিত নয়, এটি মহা পাপ। তথাপি আমি ঘুষের পরিভাষা নির্ধারণ করছি- যার দ্বারা সরকারের অথবা অন্য কারোর অধিকার হরণ হয়, আমি তার থেকে বিরত থাকতে কঠোর নির্দেশ দিচ্ছি। কিন্তু উপহার ও উপঢৌকন স্বরূপ যদি কাউকে কিছু দেওয়া হয় যার নেপথ্যে কারোর অধিকার হরণ করার উদ্দেশ্য থাকে না বরং কেবল নিজের অধিকার খর্ব হওয়া এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া উদ্দিষ্ট্য থাকে, সেখানে আমার পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। আর আমি একে ঘুষ বলব না। কারোর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া থেকে শরিয়ত নিষেধ করে না। বরং বলা হয়েছে لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

(আল বাকারা: ১৯৬)

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪৩)

****

নুরুল ইসলামের সময়
প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত (শুক্রবার ছুটির দিন)
ফোন নম্বর : 1800 3010 2131
এই টোল ফ্রী নম্বরে ফোন করে আপনি জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে বিশদে জানতে পারেন

রিপোর্টের শেষাংশ.....

আমরা বলি, তিনি এসে গেছেন, অপর দিকে এরা বলে, এখনও আসেন নি।

আমরা বলি, আগমণকারী নবী হবেন। তিনি নবী আর আঁ-হযরত (সা.) একটি হাদীসে চার বার তাকে 'নবীউল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র নবী) বলে সম্বোধন করেছেন। আর তিনি আঁ-হযরত (সা.)-এর শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন নি। সেই একই কুরআন এবং ইসলামী শিক্ষা, নতুন কোন শিক্ষা নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রতিরূপ হিসেবে নবী হবেন। অপরদিকে অন্যরা বলে যে, তিনি কোন প্রকারের নবী নন। তাই তাদের এবং আমাদের মাঝে এই মতভেদ রয়েছে।

আপনারা যদি বলেন যে, মহানবী (সা.)-এর পর কোন নবী আসতে পারে না। এটি খোদা তা'লার গুণাবলী এবং অধিকারকে শেষ করার নামান্তর। এমন কাজ করার অধিকার কোন মানুষের নেই। এই কারণে অন্য মুসলমানরা আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে স্বীকার করে না।

তারা বলে, আমরা মুসলমান নই কারণ, আমাদের বিশ্বাস হল জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আল্লাহ্‌র নবী। আমরা বলি, আমাদের বিশ্বাস হল, হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) খোদা তা'লার নবী এবং তাকে নবীর এই উপাধি আঁ-হযরত (সা.) স্বয়ং দিয়েছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত দাসত্ব ও অনুবর্তিতায় নবীর মর্যদায় অধিষ্ঠিত।

সাংবাদিক বলেন, মুসলমানদের মৌলিক ধর্মবিশ্বাস হল আল্লাহ্ এক এবং মহম্মদ (সা.) তাঁর শেষ নবী।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি একথা বলবেন না যে, মহম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র শেষ নবী, বরং বলুন যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লহ॥ অর্থাৎ আল্লাহ্ এক এবং মহম্মদ তাঁর রসুল। এই কলেমাতে তিনি শেষ নবী বলে উল্লেখ নেই।

আর যতদূর শেষ নবীর সম্পর্ক, কুরআন তাঁকে 'খাতামুন নাবীঈন' বলেছে। আমরা অন্যদের থেকে এর সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ করে থাকি। অর্থাৎ এর অর্থ হল নবীগণের মোহর বা সীল। আমরা এর অর্থ করি মোহর। অর্থাৎ তাঁর মোহর ছাড়া অন্য কোন নতুন নবী আসতে পারে না। তবে তাঁর মোহর নিয়ে আসতে পারে। কুরআন করীম শরীয়তের শেষ গ্রন্থ। এখন আর কোন নতুন শরীয়ত আসতে পারে না। হযরত মহম্মদ-ই (সা.) হলেন শরীয়তধারী শেষ নবী।

অন্যরা খাতামান নাবীঈনের অর্থ করে যে, তিনি (সা.) মোহর লাগিয়ে নবীর উপাধি সীল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ নবী আসার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

হুযুর বলেন: খোদা তা'লার গুণাবলীকে সীমিত করে দেয় এবং তাঁর অধিকার ও ক্ষমতাকে বাধা দেয় এমন পদ্ধতিতে কোন আয়াতের ব্যাখা করার অধিকার কোন মানুষের নেই।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: অন্য মুসলমানরা যখন আপনাদেরকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করে না, তখন আপনারা কেমন অনুভব করেন। অথচ আপনাদের মসজিদও রয়েছে, একই কুরআনের তিলাওয়াত করেন এবং আঁ-হযরত (সা.)এর উপর বিশ্বাস রাখেন। এসব কিছু সত্ত্বেও অন্যরা আপনাদেরকে মুসলমান মনে করে না কেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ-হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যেভাবে ইহুদীরা হযরত ঈসাকে গ্রহণ করে নি, অথচ তওরাতে তাঁর আগমণ সম্পর্কে ভুরিভুরি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। অনুরূপভাবে এই শেষ যুগে আগমণকারী নবী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর পথেও মুসলমানদের পক্ষ থেকে সমূহ বাধাবিপত্তি তৈরী করা হবে আর একের পর এক নিদর্শন পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিরোধীরা তাঁকে গ্রহণ করবে না।

হুযুর বলেন: এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার ঘটাচ্ছি যার ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।

হুযুর বলেন: আপনি লক্ষ্য করুন যে, ১৮৮৯ সালে এক ব্যক্তি কাদিয়ানের মত ক্ষুদ্র জনপদে মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবী করল এবং ঘোষণা করল যে, আমি সেই মসীহ ও মাহদী যার আগমণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এই ঘোষণার সময় তিনি ছিলেন একা ও নিঃসঙ্গ। পরে মানুষ তাঁর সঙ্গ দিতে শুরু করে এবং ১৯০৮ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন তিনি এক বিরাট জামাত রেখে যান যার সদস্য ছিল প্রায় ৪ লক্ষ। সেই সকল অনুগামীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভারত এবং বর্তমান পাকিস্তানের। অতঃপর আরব দেশসমূহ থেকেও অনেক মানুষ তাঁর অনুগামী হয় এবং জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশ থেকে যেমন ইন্ডোনেশিয়া থেকে হাজার হাজার সংখ্যায় মানুষ জামাতে প্রবেশ করে। মালেয়েশিয়া ও আরব দেশসমূহ থেকেও ক্রমশঃ মানুষ জামাতে যোগ দিতে থাকে।

হুযুর বলেন: জামাতে প্রবেশকারী এই সমস্ত মানুষরা যদি জানল যে, আমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষার প্রসার করছি না, আঁ-হযরত (সা.)কে যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছি না এবং খাতামান্নাবীঈনের সঠিক অর্থ করছি না, তবে মুসলমানদের মধ্য লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের সঙ্গে কেন যোগ দিচ্ছে? এই ভাবে আমাদের জামাতের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন জামাত এভাবেই উন্নতি করে। আমাদের বিশ্বাস, আমরা একদিন অবশ্যই সফল হব, জয়যুক্ত হব। এখন বলুন তো, ইহুদীরা কি খ্রীষ্টধর্মকে গ্রহণ করেছিল? ৩০০ বছর পর খৃষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল।

হুযুর বলেন: জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ ও মাহদী (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতে পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যক মানুষ আমার জামাতে প্রবেশ করবে।

একথা শুনে সাংবাদিক বলেন: আপনি অত্যন্ত শক্তিশালী আর এতে এখনও আরও দুশ বছর বাকি আছে।

হুযুর বলেন: একশ পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে আর বর্তমানে আমাদের সংখ্যা কোটিতে। ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে দাবি করেছিল, যখন সে নিঃসঙ্গ ছিল। এখন তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা কোটিতে। এটি কি খোদা তা'লার কাজ নয়? এসব কিছু কিভাবে হল?

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: আপনি এখন ডেনমার্কে এসেছেন আর আপনাদের জামাত এখানে মসজিদ নির্মাণের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মসজিদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমার এখানে আসার পরিকল্পনা ছিল না। যদিও আমি অবগত ছিলাম যে, মসজিদ স্থাপনার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু এটি আমার আসার কারণ নয়।

সাংবাদিক বলেন, হিলটন হোটেলে যে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে মন্ত্রী, সাংসদ, রাষ্ট্রদূত, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট সেক্রেটারী এবং আরও কয়েকটি দেশের মানুষ এসেছিলেন। প্রায় দেড়শো অতিথি ছিলেন; কিন্তু তাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর অন্য কোন পাকিস্তানি ছিল না। এমনটি কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানকার স্থানীয় ব্যবস্থাপনা এর উত্তর ভালভাবে দিতে পারবে। আমরা পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং রাষ্ট্রদূত ভবনের অন্যান্য লোকদেরও আহ্বান করেছিলাম। রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে জানতে পারি যে, তিনি উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। অন্যদের বিষয়ে জানি না যে তারা কি কারণে আসতে পারেন নি।

হুযুর বলেন: এটি আমাদের সাধারণ পদ্ধতি, আমরা প্রতি বছর যখন লন্ডনে শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করি, সেখানে অনেক পাকিস্তানি ও ভারতীয় বংশোদ্ভুত অনেক অতিথি এসে থাকেন। এখানে পাকিস্তানিদের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক রয়েছে তা আমি জানি না। হতে পারে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয় অন্যথায় তারা আমাদের অনুষ্ঠানে আসতে ইচ্ছুক নয়; যাইহোক আমি এ বিষয়ে অবগত নই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা এখানকার স্থানীয় ডেনিশ মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমার ধারণা, এই কারণে তারা স্থানীয় ডেনিশদেরকেই বেশি আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এমনকি আমাদের নিজেদের কমিউনিটির সদস্যও অনেক কম ছিল। হয়তো দশ-পনেরো জনই এসেছিল।

সাংবাদিক: আমি আপনাদের জামাত সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি। আপনার জামাত বিশ্বব্যাপী প্রচার কাজ করছে। 'মিশনারী ওয়ার্ক' শব্দ এবং এই পরিভাষা কি আপনারা খৃষ্টানদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইংরেজিতে এর জন্য যদি অন্য কোন উপযুক্ত শব্দ থাকে তবে আপনি তা ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের কাজ হল তবলীগ করা এবং ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা এই ঘোষণা করেছিলেন যে, আমার আগমণের উদ্দেশ্য মূলত দুটি। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চেনে এবং খোদার নৈকট্য অর্জন করে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন পরস্পরের অধিকার প্রদান করে এবং পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

এই দুটি বিষয় অনুশীলন করেই আমরা পৃথিবীতে শান্তি, সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারি। আমরা পৃথিবীতে এই বাণী প্রচার করে চলেছি যে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা রব বা প্রভু-প্রতিপালককে চেন এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান কর। আমরা এও প্রচার করি যে, তোমরা কিভাবে খোদার নৈকট্য অর্জন করতে পার। এর সর্বোত্তম উপায় হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল কর, কুরআন করীমের বিধি-নিষেধের উপর আমল কর এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর সুন্নতকে অনুসরণ কর। আমরা এই বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছি। তাই আমরা যখন বলি যে 'মিশনারী ওয়ার্ক' করছি, তখন আমরা একথা কখনো বলি না যে, জামাতে প্রবেশকারীদেরকে আমরা ভিন্ন কোন পদ্ধতির শিক্ষা দিচ্ছি।

আমরা কেবল এতুটুকু বলি যে, এটি কুরআন করীমের শিক্ষা এবং এটি আঁ-হযরত (সা.)-এর সুন্নত, কর্মবিধি এবং বাণী। অতএব তোমরা যদি নিজেদের ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক জীবন রক্ষা করতে চাও, তবে এই শিক্ষার আমল করতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হও।

সাংবাদিক: আহমদী মুসলমানদের এই স্লোগান দেওয়া হয় যে, 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারে পরে'- এর সঙ্গে 'বিশ্বাস' বা 'ভরসা' শব্দ যোগ করেন না কেন? কেননা, ঘৃণা ও ভালবাসা পরস্পর বিপরীপত শব্দ। অন্যদিকে বিশ্বাস এমন বিষয় যা মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরী করতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই স্লোগানটি কুরআন শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে। কুরআন এর ভিত্তি। পরস্পরকে ভালবাস এবং সম্মান কর। প্রত্যেকের প্রতি ন্যায়বিচার কর। নিজের শত্রুদের প্রতিও ন্যায়-নীতি অবলম্বন কর। যা নিজের জন্য ভাল তা নিজের ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করা উচিত।

হুযুর বলেন: সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে ভালবাসা সমান হয় না। আপনি সন্তানকে ভিন্ন পদ্ধতিতে ভালবাসেন, বন্ধুদেরকে অন্যভাবে ভালবাসেন। অনুরূপে নিজের ভাইবোনদের বিভিন্নভাবে ভালবাসেন।

একবার হযরত আলিকে তাঁর এক ছেলে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি কি আমাকে ভালবাসেন? উত্তরে হযরত আলি বললেন, হ্যাঁ তোমাকে আমি ভালবাসি। এরপর ছেলে প্রশ্ন করে, আপনি খোদাকে ভালবাসেন? হযরত আলি উত্তর দেন, হ্যাঁ খোদাকে ভালবাসি। ছেলে প্রশ্ন করে, এই দুটি ভালবাসা কিভাবে একত্রিত হতে পারে? হযরত আলি উত্তর দেন, যখন আল্লাহ্‌র ভালবাসা সামনে থাকবে তখন তোমার ভালবাসা ত্যাগ করব, কেবল খোদাকেই ভালবাসব। এর অর্থ হল, ভালবাসার বিভিন্ন পর্যায় শ্রেণী রয়েছে।

হুযুর বলেন: আমরা এবিষয়ের উপর ঈমান রাখি যে, শত্রুদের জন্য ভালবাসা হল তাদের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করা। আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, যা কিছু নিজের জন্য পছন্দ কর, কামনা কর তা অপরের জন্যও পছন্দ কর। যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, তোমার সঙ্গে সহানুভুতি করা হোক, তবে অন্তরে অপরের জন্যও সহানুভুতির আবেগ ও অনুভুতি রাখ।

অতএব, 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- আমাদের এই স্লোগানের ভিত্তি হল কুরআনের শিক্ষার।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি বেশ কিছুকাল থেকে বলে আসছি যে, আমরা যদি ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যের ভিত্তিতে কাজ না করি আর পরাশক্তিগুলি দরিদ্র দেশগুলির অধিকার প্রদান না করে এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠন বন্ধ না করে, তবে আপনার বিশ্বাস করা উচিত যে, আমরা যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: 'বিশ্ব-সংকট ও শান্তির পথ' পুস্তকটি পড়ুন। এতে ভাষণ ছাড়াও সেই সব পত্রাবলী রয়েছে যা আমি পরাশক্তি দেশগুলির নেতাদের নামে লিখেছি।

হুযুর বলেন: আমি লস এঞ্জেলেসে রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবিদের সামনে ভাষণে বলেছিলাম যে, ন্যায়নীতি অবলম্বন করুন এবং সংযমের পরিচয় দিন। অন্যথায় আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ঠেকাতে পারব না। এর প্রতিক্রিয়ায় এক রাজনীতিক মন্তব্য করেন যে, আমি না কি অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী। এখন সে আমাদেরকে বার্তা পাঠিয়েছে যে, খলীফা এখানে যা কিছু বলেছিলেন তা সত্য ছিল। এখন আমরা সেই পরিস্থিতির লক্ষণাবলী দেখতে পাচ্ছি।

হুযুর বলেন: যে সমস্ত জাতি নিজেদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবনত হবে না, তাঁর অধিকার প্রদান করবে না, এবং মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করবে না, তাদের অধিকার প্রদান করবে না, তারা সকলে খোদার হাতে ধৃত হবে।

হুযুর বলেন: ১৯৩২ সালে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। ২০০৮ সালে পুনরায় অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এই অর্থনৈতিক মন্দার পর সন্ত্রাসবাদের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। উগ্রবাদী সংগঠনগুলি এর সুযোগ নিয়েছে আর পরিস্থিতি অরাজকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এরফলে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। এগুলি এমন বিষয় যা পৃথিবীকে যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

হুযুর বলেন: যদি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ থেকে বাঁচতে হয়, তবে তার একটিই পথ রয়েছে। আর তা হল নিজেদের সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর অধিকার প্রদান কর। এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান কর, পরস্পরের প্রতি সহানুভুতি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর। এমনটি না করলে রক্ষা পাবে না।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করেন না। এর কারণ কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করি, যার কারণে আমরা মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করি না। আঁ-হযরত (সা.) মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করতে নিষেধ করেছেন।

হুযুর বলেন: বিভিন্ন দেশ, জাতি ও গোত্র নিজস্ব ঐতিহ্য মেনে চলে। হিন্দুরা সাক্ষাতের সময় করজোড় করে। জাপানীরা মাথা নোয়ায়। আফ্রিকার কিছু গোত্রের বাদশাহ রয়েছে যারা এক সঙ্গে বসে খায় না। কোন দেশের রাষ্ট্রপতিও হলেও না। তারা নির্জনেই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। হুযুর বলেন: আমি মহিলাদেরকে অন্য যে কোন ব্যক্তির থেকে বেশি সম্মান করি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এখানে নামায ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে মহিলারা পৃথক কেন বসে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: 'আল-হায়ায়ো মিনাল ঈমান'। লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ। পূর্বে এভাবেই হয়ে এসেছে। যখন মসজিদে পৃথক জায়গা ছিল না তখন পুরুষরা সামনে নামায পড়ত আর মহিলারা পিছনের নামায পড়ত। এছাড়া এমনও হয় যে, মসজিদের হলঘরের একটি অংশে পুরুষরা নামায পড়ে এবং মাঝখানে পর্দা টাঙিয়ে অপরপার্শ্বে মহিলারা নামায পড়ে। এখন যেখানে যেখানে পৃথক হলঘর রয়েছে, সেখানে উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা থাকে।

এখানে মহিলাদের হলঘর বিল্ডিংয়ের নীচে রয়েছে। বর্তমানে পুরুষদের সংখ্যা বেশি। এই কারণে নীচের হলঘরটিও পুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে। এটি সংখ্যাধিক্যের কারণে। আর পরিবর্তে মহিলাদেরকে অপর একটি বিল্ডিংয়ে একটি বড় হলঘর দেওয়া হয়েছে। যদি পুরুষদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়, তবে তাঁবুতে নামায পড়া হয় আর মহিলারা হলঘরেই পড়ে।

সাংবাদিক: মহিলাদের একটি সংগঠন মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং তার নাম রাখা হয়েছে 'মরিয়ম'। সেখানে তিনজন মহিলা ইমাম নিযুক্ত হয়েছে। আপনার মতে এটি কি গ্রহণযোগ্য?

হুযুর আনোয়ার বলেন: হোয়াটসআপ ও ইউটিউবে এই ভিডিও রয়েছে যাতে মহিলা ইমামতি করছে আর পুরুষ ও মহিলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে।

হুযুর বলেন: আপনি কি নিজেই নিজের ধর্ম উদ্ভাবন করবেন? যদি আপনি মুসলমান হয়ে থাকেন তবে আঁ হযরত (সা.)-এর ধর্মকে অনুসরণ করবেন, যা কিছু কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে তার অনুসরণ করবেন এবং যেভাবে আঁ-হযরত (সা.) নিজের কর্মের মাধ্যমে করে দেখিয়েছেন আমরা তারই অনুসরণ করব।

যা কিছু মানুষ করছে তা যুগের মানুষের মন জোগানোর জন্য করছে। আর অ-মুসলিমদের পক্ষ থেকে যে আপত্তি উত্থাপিত হয় তা থেকে গা বাঁচানোর জন্য।

হুযুর বলেন: শরীয়তের প্রত্যেকটি বিষয়েই শরীয়তের অনুসরণ করা আবশ্যক। নামায পড়া সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা.) যা কিছু করে দেখিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি মেনে চলা আবশ্যক। যদি কেউ প্রকৃত মুসলমান হয়ে থাকে তবে সে নবী করীম (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করবে।

এই সাক্ষাতকার এগারোটা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

ডেনমার্কের ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের মিটিং

দোয়ার মাধ্যমে বৈঠকের সূচনা হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবকে মজলিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সেক্রেটারী সাহেব বলেন: আমাদের সাতটি 'হালকা' বা পাড়া রয়েছে এবং সদস্য সংখ্যা ৫১৭জন। আজ এক শিশুর জন্ম হয়েছে, যার ফলে সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১৮জন। সমস্ত 'হালকা' থেকে নিয়মিত রিপোর্ট পাওয়া যায় না। বিভাগের দিক থেকে চাঁদা বিভাগ এবং তরবিয়ত বিভাগ নিয়মিত রিপোর্ট দেয়।

প্রকাশনা বিভাগের সেক্রেটারী নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন: World Crisis and the path way to peace পুস্তকটি ডেনিশ ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও দুই লক্ষ ফ্লাইয়ারস ছাপানো হয়েছে যার মধ্যে ৩০ হাজর বিতরিত হয়েছে। হুযুরব বলেন: আপনি এগুলি খুদ্দামদের দিন, আনসারদের দিন, বিতরণ হয়ে যাবে। খুদ্দামরা একদিনে দশ হাজার কপি বিতরণ করে ফেলবে।

সেক্রেটারী মহাশয় বলেন: আমরা বইমেলায় World Crisis and the path way to peace পুস্তকটি বিতরণ করেছি। আর কালকের রাতের অনুষ্ঠানে অতিথিদেরকেও দিয়েছি।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: ওয়াকফে নওদের মোট সংখ্যা ৩৮জন। তাদের মধ্যে এগারো জনের বয়স ১৫ উর্দ্ধ। এবং ১৪ জন ছেলে ও মেয়ে অনুর্দ্ধ ১৫। আর বাকিদের বয়স পাঁচ বছরের নীচে। হুযুর বলেন: ওয়াকফে নওদের সিলেবাস এসে গেছে। এখন ২১ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের পাঠক্রম প্রস্তুত হয়ে গেছে। এই সিলেবাস সংগ্রহ করুন। (ক্রমশঃ...)

মসজিদ মাহমদু মালমো (সুইডেন) -এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৪ ই মে ২০১৬ তারিখে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সমস্ত সম্মানীয় অতিথি বর্গ! আসসলামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ওয়া বরকাতু

আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি , করুণা ও আশিস বর্ষিত হোক। সর্বপ্রথম আমি এই শুভক্ষণে মালমো-তে আমাদের নতুন মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণকারী সকল অতিথিবর্গকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আপনাদের অধিকাংশই আহমদীয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। এই কারণে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানে আপনাদের অংশগ্রহণ করা প্রমাণ করে যে, আপনারা উদার মনের মানুষ এবং পরমত সহিষ্ণু। তাই আপনাদের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমার বিশ্বাস, আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে কতক এমনও আছেন যারা হয়তো নিজেদের অন্তরে মসজিদ উদ্বোধন সম্পর্কে এক প্রকার অজানা আশঙ্কা পোষণ করছেন এবং আমাদের মসজিদ সম্পর্কেও হয়তো সংশয় পোষণ করেন। বিশেষ করে সেই সমস্ত লোক যাদের সঙ্গে মুসলমানদের খুব কম সম্পর্ক রয়েছে বা একেবারে নেই। তারা হয়তো এও মনে করে যে, ইউরোপে বা উন্নত দেশসমূহে মসজিদ নির্মিত হওয়াই উচিত নয়। তারা হয়তো মসজিদগুলিকে নিজেদের জাতির জন্য নৈরাজ্য এবং শত্রুতা বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এমন মানুষদের আশঙ্কা হয়তো কিছুটা হলেও যুক্তিযুক্ত। কেননা, মুষ্টিমেয় নামধারী মুসলমান মসজিদগুলিকে নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। এরা উগ্রতার প্রসার করছে। এই কারণে আমি সমস্ত অতিথি এবং এই শহরের মানুষদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এই মসজিদটি সম্পর্কে আতঙ্কিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃত মুসলমান এবং প্রকৃত মসজিদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর পরিবর্তে কেবল ভালবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটায়। বস্তুতঃ কেউ যদি কোন প্রকৃত মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তবে মুসলমানের পক্ষ থেকে তার কেবল শান্তিই লাভ করা উচিত। অনুরূপভাবে যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন তার কেবল প্রশান্তিই লাভ করা উচিত। কিন্তু যদি এর বিপরীত ঘটে তবে এর অর্থ হল মসজিদ পূর্ণকারীরা প্রকৃত মুসলমান নয়। তারা প্রকৃত ইসলামের মর্ম অনুধাবন করতে পারে নি। অথবা এর অর্থ দাঁড়াবে যে, সেই মসজিদ সৎ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয় নি বা প্রকৃত উদ্দেশ্য পুরণ করার জন্য তৈরী করা হয় নি। এমন সব মসজিদ যেখান থেকে অনিষ্টতার প্রসার ঘটে, ইসলামে সেই সব মসজিদের কোন স্থান নেই। কুরআন করীমে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যখন রসুলে করীম (সা.) একটি মসজিদ ধুলিস্যাৎ করার আদেশ দেন। কেননা, এই মসজিদ একটি শান্তির স্থান হিসেবে নির্মিত হয় নি বরং নৈরাজ্য ও কলহ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই মসজিদের নির্মাণকারীরা মুনাফিক ছিল যারা উক্ত অঞ্চল এবং সমাজের মুসলমানদের মধ্যে এবং অ-মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। অতএব কুরআন করীম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এই সম্পর্কে ঘোষণা দেয় যে, এমন মসজিদ যেগুলি অসৎ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হোক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এছাড়াও আমরা আহমদীরা বিশ্বাস করি যে, জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কুরআন করীম ও রসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে এই যুগের সংস্কারক রূপে মান্য করি যাকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সা.) শেষ যুগের মসীহ ও মাহদী অর্থাৎ হিদায়ত প্রাপ্ত রূপে অভিহিত করেছেন। আমাদের বিশ্বাস তাঁকে দুটি উদ্দেশ্য পুরণের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। এক, মানবজাতিকে খোদা তা'লার বান্দা রূপে একত্রিত করা এবং দুই, মানব জাতি একে অপরের অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগী করা। তাকে সমগ্র জগতের জন্য শান্তির একটি মাধ্যম রূপে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই কারণেই তাঁর মান্যকারী ও অনুসারীরা ঐ দলের অন্তর্ভূক্ত যারা সমাজে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার পথকে সুগম করার চেষ্টা করে। জামাতে আহমদীয়ার ১২৭ বছরের ইতিহাস এই কথার সাক্ষী যে, আমরা সবসময় সেই বিষয়েরই প্রচার করি যা আমরা নিজেরা মেনে চলি। আমাদের কোন জাগতিক বা রাজনৈতিক অভিসন্ধি নেই। বরং আমাদের বাণী হল শান্তি, প্রেম ও পারস্পরিক সহনশীলতা। আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণতই আধ্যাত্মিক। আমরা কেবল খোদা তা'লা সন্তুষ্টির অভিলাষী এবং মানবজাতির যাবতীয় দুঃখ -কষ্টের অবসান কামনা করি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমানে ইসলামের বিরোধীতায় অনেক কিছু বলা ও লেখা হচ্ছে। ইসলামকে একটি উগ্রতাপ্রিয় ও সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও আমরা ইসলামের এই রূপকে কখনোই সত্য বলে মনে করি না, তবুও এটি একটি অপ্রিয় সত্য যে, কিছু নামধারী মুসলমনাদের ঘৃণ্য আচরণ ইসলাম বিরোধীদেরকে এমন ধরণের অন্যায় আপত্তি করার ছাড়পত্র হাতে তুলে দিয়েছে। যাইহোক একজন আহমদী মুসলমান হওয়ার দরুন যখন আমি বর্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করি তখন আমি হতাশাগ্রস্ত হই না বরং এই পরিস্থিতি ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে আমার ঈমানকে আরও সুদৃঢ় করে। কেননা, চোদ্দ শত বছর পূর্বে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কালের প্রবাহে ইসলামের শিক্ষা বিকৃত হবে এবং মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে যাবে। তিনি (সা.) বলেন, এই আধ্যাত্মিক অন্ধকারের যুগে আল্লাহ তা'লা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মসীহ মওউদকে প্রেরণ করবেন। যেরূপ আমি পূর্বেই বর্ণনা করে এলাম যে, আমরা আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতাকে মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদ বলে মান্য করি। তিনি (আ.) আধ্যাত্মিক প্রদীপের মাধ্যমে ইসলামের মহান ও চিরন্তন শিক্ষাকে এক অমল আলোয় আলোকিত করেছেন। তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে মসজিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব জামাত আহমদীয়া মুসলেমা যেখানে এবং যখনই কোন মসজিদ নির্মাণ করে সেটি একটি শান্তির ঘর হয়ে থাকে যেখানে কুরআন করীমে শিক্ষার আলোকে মানুষ আল্লাহ তা'লার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হন। সেই কারণেই স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, আমাদের মসজিদের দরজা ঐ সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষদের জন্য উন্মুক্ত যারা খোদার ইবাদত করতে চায়, যারা শান্তি, ভালবাসা ও একাত্মতার মত মূল্যবোধের প্রসার ঘটাতে চায়। এই নব নির্মিত মসজিদটির নাম হল "মসজিদ মাহমদু" অর্থাৎ এমন মসজিদ যা প্রশংসা যোগ্য। অতএব স্থানীয় জামাতের প্রাথমিক কর্তব্য হল তাদের জীবনের প্রতিটি দিক যেন ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তিপ্রিয় শিক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। একদিকে তারা যেমন এই মসজিদে প্রত্যহ খোদার ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে তখন তারা যেন এই সংকল্প নিয়ে প্রবেশ করে যে, তারা সমাজের সেবা করবে যে সমাজে তারা বসবাস করে। তাদের চরিত্রের মাধ্যমে যেন প্রতিবেশীদের জন্য এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য শান্তি, দয়া ও কল্যাণের প্রকাশ ঘটে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয়। এই কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লা সুরা ইউনুসের ২৬ আয়াতে বলেন, আল্লাহ শান্তির গৃহের দিকে আহ্বান করেন"। আরবী ভাষায় শান্তির জন্য সালাম শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই একটি শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। এর অর্থ রক্ষা করা ও সুরক্ষিত থাকাও হয়ে থাকে। এর অর্থ যাবতীয় প্রকারের অনিষ্টতা এবং বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত থাকাও হয়ে থাকে। এর অর্থ শান্তি ও আনুগত্যও হয়ে থাকে। বস্তুতঃ সালাম খোদা তা'লার একটি গুণবাচক নামও বটে। অর্থাৎ সেই সত্তা যা শান্তি ও স্থৈর্য্যের উৎস। আর মুসলমানদেরকে খোদা তা'লার গুণাবলী ধারণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহতা'লা যেহেতু শান্তি ও সচ্ছলতার উৎস, মুসলমানদের কর্তব্য হল তারা যেন নিজেদের সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এছাড়া মসজিদের মৌলিক উদ্দেশ্য হল নামাজীদের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা। আরবী ভাষায় নামাযকে 'সলাত' বলা হয়। যার অর্থ হল, উদারতা, ভালবাসা এবং দয়া। অর্থাৎ সেই মুসলমান যে একনিষ্ঠ হয়ে নামায পড়ে সে এমন ব্যক্তি যে দয়ালূ, অন্যের প্রতি সহানুভুতিশীল, দয়ালূ এবং যাবতীয় প্রকারের অনৈতিক ও আইন-বিরুদ্ধ গর্হিত কর্ম থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। একজন প্রকৃত ইবাদতকারী হল সেই যে তাকওয়ার পথ থেকে বিচ্যুত হয় না, যে নিজের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে সমাজের সেবা করে। সংক্ষেপে, প্রকৃত মুসলমান হল সেই যে নিজের সমাজের জন্য ভালবাসা এবং সহমর্মিতা প্রদর্শন করে আর প্রকৃত মসজিদ হল সেটিই যা মানবতার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রস্থলের ভুমিকা পালন করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলামের একটি মূল্যবান নীতি হল মুসলমানদেরকে নিজেদের প্রতিবেশীদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়ার এবং দুঃসময়ে তাদের সাহায্য ও সেবা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা একবার বলেন যে, খোদা তা'লা প্রতিবেশীদের অধিকার দেওয়ার বিষয়টিকে এত বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন যে আমার মনে হল যেন তিনি প্রতিবেশীদেরকে উত্তারধিকারীর অধিকারও হয়তো

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 24 May, 2018 Issue No.21

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রদান করবেন।

এর পর আল্লাহ তা'রা সুরা নিসার ৩৭ নম্বর আয়াতে বলেন, "তোমরা আল্লাহ তা'লার ইবাদত কর, কাউকে তাঁর শরিক করিও না এবং মাতা-পিতার সাথে অনুগ্রহপূর্বক আচরণ কর.....।

যখন আমরা এই আয়াতটি পাঠ করি এবং গভীরভাবে দৃষ্টি দিই তখন বুঝতে পারি যে, ইসলাম মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কতটা গুরুত্ব প্রদান করেছে। এই আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'লা জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে নিজের মাতা-পিতা, পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব থেকে শুরু করে দরিদ্র ও অভাবী, অনাথ এবং সমাজের সমস্ত মিসকিন পর্যন্ত সমাজের প্রত্যেক বর্গের মানুষের সেবা করাকে মুসলমানদের কর্তব্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিবেশীর সেবা করা মুসলমানদের কর্তব্য এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রতিবেশীর গণ্ডী ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেবল তারাই সামিল নন যারা আপনার সঙ্গে বসবাস করে। বরং আপনার সহকর্মী থেকে শুরু করে আপনার সহযাত্রী- এরা প্রত্যেকেই এই গন্ডির আওতায় পড়ে। সুতরাং ইসলামে ভালবাসার গন্ডিটি সীমাবদ্ধ নয়। অতএব এটি কিভাবে সম্ভব যে, একজন প্রকৃত মুসলমান অপরের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করবে অথবা সমাজে নৈরাজ্য ও কলহ সৃষ্টির কারণ হবে? প্রকৃত পক্ষে এটি অসম্ভব। কেননা একজন ব্যক্তি একমাত্র তখনই প্রকৃত মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারে যখন সে অন্যের অধিকার প্রদানকারী হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিঃসন্দেহে বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর দিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আপনাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ বিশেষ করে এই মসজিদের প্রতিবেশী যারা মসজিদের কারণে সরাসরি প্রভাবিত হবেন, তারা হয়তো এই মসজিদটি সম্পর্কে অশঙ্কিত হতে পারেন। যে বিষয় আপনার জন্য অজানা সে সম্পর্কে আতঙ্কিত হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়। এই কারণে মসজিদের আশপাশের লোকেরা হয়তো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারেন যে, এই নতুন মসজিদটির উদ্বোধনের পর হয়তো শহরের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। তা সত্বেও আমি আপনাদেরকে সেই ইসলামের ভিত্তিতে যার সম্পর্কে আমি জানি এবং যার শিক্ষা আমি শিরোধার্য করি, আশ্বস্ত করতে চাই যে, এই মসজিদটি শান্তির উৎস হিসেবে প্রমাণিত হবে যেখান থেকে সব সময় প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা উৎসারিত হবে। ইনশাল্লাহ। আপনারা নিজেই দেখবেন যে, এই এলাকায় বসবাসকারী আহমদী মুসলমানরা শান্তি, প্রেম ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে বিকশিত করবে এবং পূর্বাপেক্ষা বেশি নিজেদের প্রতিবেশীদের সেবা করবে। কেননা, তাদের ধর্ম এটিই তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটিই সেই মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষামালা জামাত আহমদীয়া যার প্রচার ও প্রসার করে থাকে শুধু তাই নয় বরং সারা জগতে আহমদীরা এই শিক্ষাকেই মেনে চলছে। আমরা পৃথিবীব্যাপী হাজার হাজার মসজিদ নির্মাণ করেছি। এবং আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যে, একবার আমাদের জামাত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর অচিরেই তাদের শঙ্কা দূরীভুত হয় এবং আমাদেরকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে বিবেচনা করে স্বাগত জানানো হয় এবং আমাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেরূপ আমি বলেছি, এই প্রাথমিক ভয় অচিরেই দূরীভুত হবে এবং এই মসজিদ থেকে ধ্বনিত শান্তির বাণী চতুর্দিগন্তে আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য মধুরবাণী হয়ে উঠবে। স্থানীয় মানুষেরা দেখবে যে জামাত আহমদীয়া মুসলেমা কেবল নিজেদের ধর্মীয় তবলীগ ও মসজিদ নির্মাণের পিছনেই ব্যস্ত নয় বরং কষ্টে নিপতিত মানুষের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য সচেষ্ট রয়েছে এবং তাদের মনেও আশার সঞ্চার করে যারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। আমরা মসজিদের মাধ্যমে সমাজের মিসকীন ও দরিদ্রদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার চেষ্টা করি। এই চেষ্টার পরিণামেই জামাত আহমদীয়া মুসলেমা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল, হাসপাতাল নির্মাণ করছে যা জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সবথেকে বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষদেরকে চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রদান করছে। এই সকল সমাজকল্যাণমূলক কাজে আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ, হতোদ্যম অবস্থায় বসবাসকারী মানুষদের জন্য ওয়াটার পাম্প লাগিয়ে শুদ্ধ পানি সরবরাহ করছি। আমরা প্রাচ্যের দেশে বসবাস করি যেখানে নল গুলি থেকে অবিরাম পানি বইতে থাকে। পানিকে মূল্য দেওয়া অত্যন্ত জটিল কাজ। আপনি যতক্ষণ না আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজে গিয়ে দেখবেন যে, কিভাবে ছোট ছোট বাচ্চারা প্রত্যহ কয়েক মাইল পাঁয়ে হেটে মাথায় পানির কলসি বয়ে নিয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত পানির মর্ম আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। আর যে পানি তারা এত পরিশ্রম করে বয়ে নিয়ে আসে তা পরিস্কারও থাকে না। অধিকাংশ সময়ই এই পানি নোংরা থাকে যা বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যধির কারণ হয়। অতএব আহমদী মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার কারণে এমন বিপন্ন মানুষদের সাহায্য করতে এবং তাদেরকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টায় রত আছে। আমরা মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, ধর্ম এবং পৃষ্ঠভুমির তোয়াক্কা না করে দরিদ্র ও অভাব-পীড়িতদের সেবা করছি। আমরা যেখানেই মসজিদ নির্মাণ করি সেখানকার সমাজ এবং আশপাশের বসবাসকারীদের সাহায্য করার জন্য সদর্থক ভুমিকা পালনের চেষ্টা করি। অতএব এই শহরের মানুষদের এবং সুইডেনের অধিবাসীদেরকে আমি আরও একবার আশ্বস্ত করতে চাই যে, এই মসজিদ ইনশাল্লাহ প্রেম, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রমাণিত হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখানে বসবাসকারী আহমদী মুসলমানদেরকেও আমি তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। তাদের দায়িত্ব এখন আর বেড়ে গিয়েছে। একদিকে যেমন আপনাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত অন্যদিকে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার আপনারা প্রকৃত দূত হওয়ার দায়িত্বও পালন করুন। নিজেদের সদর্থক ভুমিকার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে এই সমস্ত মানুষদের মনের আশঙ্কাকে দূরীভুত করা প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য। আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে, আহমদী মুসলমানরা আমার কথার প্রতি মনোযোগী হবে এবং স্থানীয় মানুষদেরকে বলবে যে ইসলাম কিসের প্রতিনিধিত্ব করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পৃথিবী এই সময় অত্যন্ত সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। ফিতনা, ফাসাদ ও পারস্পরিক বিবাদ পৃথিবীতে সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। এর একমাত্র সমাধান হল একটি বৃহত স্বার্থের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করা। বিবাদ দূর করার জন্য ভালবাসা ও একাত্মতার চেতনা বোধ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বর্তমান যুগের সমস্যাবলী ক্ষুদ্রতর পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই বরং একাধিক দেশ এই যুদ্ধ, অন্যায় ও অত্যাচারের কবলে পড়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, কিছু মুসলমান দেশ এই সকল নৈরাজ্য, অস্থিরতা এবং বিবাদের কেন্দ্রস্থল রূপে বিরাজ করছে যাদের সরকার নিজের দেশের মানুষের অধিকার প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পরিণামে কিছু উগ্রবাদী সংগঠন এমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে যে, তাদের বিপন্ন সমাজ আরও গভীরতর সংকটের মুখে পড়েছে। বর্তমান যুগে প্রত্যেক জাতি ও ধর্ম পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। তাদের অস্তিত্ব একে অপরের উপর নির্ভরশীল। মুসলমান দেশগুলির বিবাদ ইতি পূর্বেই অনেক বেড়ে গিয়েছে। আরব দেশগুলির যুদ্ধ ও অন্যায়-অত্যাচারের ঘটনাবলীর পরিণামে আমরা এই সকল পশ্চিমি দেশেও অরাজকতা ও অবিশ্বাসের পরিবেশ বিরাজ করছে। পারস্পরিক মতবিরোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু উগ্রবাদী সংগঠন ইউরোপেও প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। এবং তাদের সদস্যরা এই সকল দেশে বসবাস করছে। এবং এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ভয়ানক বিপদ হয়ে অপেক্ষা করছে। এরা যা কিছু করছে ইসলামের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অতএব আমরা যারা শান্তি কামী এই সমস্ত অপশক্তির মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে যা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে যথা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে যাতে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে পরাজিত ও যন্ত্রনাক্লীষ্ট অবস্থায় ছেড়ে না যেতে হয়। বরং আমাদরকে এবিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা যেন আগত প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় পৃথিবী রেখে যেতে পারি। এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন মানুষ তাদের স্রষ্টাকে চিনবে এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হবে। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে এমনটি করার যোগ্যতা দিন। আমীন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir